শিশু-নাটিকা

বালক-বালিকাদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

(স্বপন বুড়ো)

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মে
১৯৫১

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১·০০

এই ছোট ছোট শিশু-নাটিকাগুলির কয়েকটি রেডিওতে, মেয়েদের ইস্কুলে এবং বহু আনন্দ-সম্মেলনে সাফল্যমণ্ডিতভাবে অভিনীত হয়েছে দেখে, তাদের একসঙ্গে জুড়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য নাটিকার মালা গেঁথে দিলাম। পুরস্কার-বিতরণী সভায়, সরস্বতী পূজায় এবং বহু অনুষ্ঠানে মেয়েদের অভিনয়ের উপযোগী ছোট ছোট নাটিকার জন্য তাগিদা পাই। সেই অভাব পূরণের জন্যই এই নাটিকা-সংগ্রহ।

ছোট ছেলেমেয়েরা অভিনয় করে যদি আনন্দ পায়, লেখকের আনন্দও সেই সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। ছোটদের অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য লেখক সর্ব্বদাই আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

সূচী—

বাসন্তিকা

[রাণী জয়ন্তীর বাগান। ফুলের গাছ শীতের কুয়াশায় মরে গেছে। তাই আজ হ'বে বসন্ত-রাণী বাসন্তিকার আবাহন। উদ্যানে তারি শুভ পদার্পণ হ'লে পাখী গাইবে, ফুল ফুটবে—ধরার বুকে আবার বসন্ত ফিরে আসবে। সকাল বেলা সেই উৎসবের আয়োজন চল্‌ছে।]

জয়ন্তী—[সখিকে উদ্দেশ করিয়া] সখি, তুমি উদ্যান-পালিকাকে বলে দাও...আজ যেন এখানে কোনো চপলতা প্রকাশ করা না হয়। এক বছর বাদে বসন্ত-রাণী বাসন্তিকা আসবেন এই বাগানে।

তিনি আসবেন তবে মরা বাগানে ফুল ফুটবে। সেই উৎসবের আয়োজন কর—

[প্রস্থান]

সহচরী—ওলো খর্ব্বনাশা, এদিকে এসে শুনে যা—

[খর্ব্বনাশা সত্যিই খ্যাঁদা-নাকী। সহচরীর ডাক শুনে হেলতে দুলতে তার কাল মোটা দেহ দুলিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।]

খর্ব্বনাশা—কে ডাকছে আমায়? [সহচরীকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া] ও! আমাদের রাণীর সখি তুমি। তা তুমি আমায় কেন ডাক্‌ছ গা?

সহচরী—ডাক্‌ছি, কথা আছে। কথা নয়—আছে আমাদের রাণীর আদেশ।

খর্ব্বনাশা—[ভয় পাইয়া] রাণীর আদেশ? আমার গর্দ্দানা যাবে নাকি গো? ওগো সত্যি করে বল না গো…

সহচরী—ঠিক গর্দ্দানা এখনও যাবে না…তবে তোমাকে একটি কাজের ভার দেওয়া হবে…সে কাজটি ঠিক মত করতে না পারলেই—

খর্ব্বনাশা—গর্দ্দানা যাবে! ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি… আমার গর্দ্দানা নিও না—

সহচরী—[হাসিয়া] আমি গর্দ্দানা নেবার কে! কিন্তু রাণীর আদেশ কি তাতো জিজ্ঞেস কচ্ছ না!

খর্ব্বনাশা—কচ্ছি…কচ্ছি…আগে আমায় একটু হাঁফ ছাড়তে দাও…

সহচরী—হ্যাঁ, জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ো, তারপর আরও জোরে একটা নিঃশ্বাস নাও। এইবার মন দিয়ে শোনো—

খর্ব্বনাশা—বল গো বাছা বল; কিন্তু শোনবার আগেই যে আমি হাঁপিয়ে উঠছি—

সহচরী—শুনলে আরো হাঁপাবে। শোনো! আজ এক বছর পর এখানে বসন্ত-রাণী বাসন্তিকা আস্‌ছেন। তিনি এলে এই বাগানে ফুল ফুট্‌বে!

খর্ব্বনাশা—কি সর্ব্বনাশ, ফুল ফুট্‌বে! এই ক'টা মাস বেশ ছিলুম শীতে কাঁথা গায়ে দিয়ে! ফুল ফুট্‌লে আবার আমার খাটুনি বাড়বে! ফুল তোলো, মালা গাঁথো…গাছে জল দাও,…বাগান পরিষ্কার রাখো, আরো কত কি! না বাপু, বসন্ত-রাণীর এসে কাজ নেই!

সহচরী—রাণীর আদেশ না মানলে কি হবে মনে আছে?

খর্ব্বনাশা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গর্দ্দানা যাবে! না, না, তুমি বলো, কি আদেশ—

সহচরী—রাণী জয়ন্তী আদেশ দিয়েছেন, আজ যেন এখানে কোনো চপলতা প্রকাশ না পায়।—আর তিনি উৎসবের আয়োজন করতে বলেছেন।

খর্ব্বনাশা—সে না হয় করলুম, কিন্তু 'চপলতা' মানে কি?

সহচরী—চপলতা মানে চঞ্চলতা…মানে ছেলেমানুষী!

খর্ব্বনাশা—ও! বুঝতে পেরেছি…বুঝতে পেরেছি! আচ্ছা তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবোখন।

[সহচরীর প্রস্থান]

সহচরী—(দূর থেকে) মনে থাকে যেন—আদেশ পালন না করলে—

খর্ব্বনাশা—মনে পড়েছে ! গর্দ্দানা ! ওরে বাবারে ! আর ভুলি ! (আপন মনে) আচ্ছা খানিকটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্‌লে কেমন হয় ? এর পর ফুল ফুট্‌লে ত সে উপায় থাক্‌বে না।

[কাঁথা এনে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক বাদে তার নাকের ডাক শোনা যেতে লাগল। ইতিমধ্যে একদল ফুটফুটে মেয়ে সেই বাগানে এসে লুটোপুটি সুরু করে দিল।]

কণিকা—ওরে শুন্‌ছিস্ ভাই ?

ক্ষণিকা—কি রে, কি ?

কণিকা—আজ নাকি বসন্ত-রাণী এই বাগানে আসবে ?

দীপিকা—শুধু আসবে নয়, এসে এই বাগানে ফুল ফোটাবে।

কণিকা—কেন, বসন্ত-রাণী না এলে কি বাগানে ফুল ফোটে না ?

দীপিকা—কি বোকা মেয়ে তুই !

কণিকা—কেন বল দেখি ?

দীপিকা—কে না জানে—শীতের কুয়াসা দূর করে দিয়ে আসে বসন্ত ; আর সেই সঙ্গে আসেন বসন্ত-রাণী—

ক্ষণিকা—বসন্ত-রাণী এলেই বুঝি ফুল ফোটে ?

দীপিকা—শুধু ফুল ফোটে ? মলয় হাওয়া আকুল হয়ে ছুটে আসে না ? বসন্তের কোকিল তার মিষ্টি গানে চারিদিক আকুল করে তোলে না ?

কণিকা—তবে আয় ভাই, আমরাও আজ গানে-গানে চারিদিকে আনন্দের জোয়ার ডাকি—নেচে গেয়ে বসন্ত-রাণীকে আহ্বান করি। তিনি এসে আমাদের দেখে সুখী হবেন।

দীপিকা—সেই জন্যই ত তোদের আজ এখানে ডেকে এনেছি—আয়, আমার সঙ্গে সবাই যোগ দে—

সকলের নৃত্য ও গীত

আসবে মোদের বাসন্তিকা ফুল ফোটানোর তানে—
তাইত পরাণ জানায় নতি ঘুম ভাঙানোর গানে!
মলয় পবন দোল দিয়ে যায়
বনের বিহগ সুর সাধে তায়—
কোথায় এত পুলক ছিল, কেউ নাহি তা জানে!

ঘুম-কাতুরের ঘুম টুটেছে আজ্‌কে জাগার পালা,
অরুণ কিরণ, হিরণ-বরণ হাজার মাণিক জ্বালা!
কে ঘুমিয়ে রয় প্রভাতে
ডাক দেব তায় সবার সাথে—
দ্বার খুলে দেখ্‌ কে এসেছে সকল প্রাণে প্রাণে।

[হঠাৎ গানের মাঝখানে খর্ব্বনাশার ঘুম ভেঙে গেল; সে চোখ কচ্‌লে উঠে বসল, তার পর হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এলো সেই মেয়েদের মাঝখানে।]

খর্ব্বনাশা—বটে! দ্বার খুলে দেখাবো! দরজা খুলে রেখেছি বলেই না তোরা আমার এমন কাঁচা ঘুমটা নষ্ট করে দিলি! আবার

বলা হচ্ছে কিনা 'কে ঘুমিয়ে রয় প্রভাতে' কেন, সকালে একটু কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছি—তাতে তোদের কি রে?

কণিকা—ওরে বাবা—এ আবার কে?

দীপিকা—ওরে চিনেছি রে চিনেছি—ওর নাম খর্ব্বনাশা।

ক্ষণিকা—ওর খর্ব্বনাশা নাম কেন হ'ল বল দেখি?

দীপিকা—তা জানিস্ নে বুঝি? নাক খ্যাঁদা কিনা—তাই রাণী জয়ন্তী ওর নাম রেখেছে খর্ব্বনাশা—

খর্ব্বনাশা—বটে! আমার নাক খ্যাঁদা, আর তোদের নাক বড় টিকলো, কেমন? দাঁড়া, নাক কেটে সব্বাইকে আজ শূর্পণখা করে ছাড়বো! কৈ আমার দাখানা কোথায় গেল—

কণিকা—ওরে পালা রে পালা, খর্ব্বনাশা আজ বিষম চটেছে—

[সকলের কোলাহল করে প্রস্থান]

[রাণী জয়ন্তী ও সহচরীর প্রবেশ]

জয়ন্তী—এত গোলমাল কিসের?

খর্ব্বনাশা—[নমস্কার করে] আজ্ঞে—এই আমি—

জয়ন্তী—হ্যাঁ তুমি যে খর্ব্বনাশা—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি, এত গোলমাল হচ্ছিল কিসের?

খর্ব্বনাশা—আজ্ঞে রাণী মা, বাগানের দরজা খোলা পেয়ে ছোট ছোট মেয়ের দল এসে গোলমাল আর লুটোপুটি সুরু করেছিল।

জয়ন্তী—বাগানের দরজা খোলা কেন? সখি, তুমি ওকে আমার আদেশ জানিয়ে দাওনি?

সহচরী—দিয়েছি বই কি সখি! আমি আড়াল থেকে দেখেছি …তোমার আদেশের কথা শুনে ও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল। আর এই সুযোগে মেয়েরা—

জয়ন্তী—খর্ব্বনাশা—

খর্ব্বনাশা—দোহাই রাণী মা, গর্দ্দানা নেবেন না। আমি এখন থেকে ঠায় বসে থাকবো—

জয়ন্তী—শুধু বসে থাক্‌লে চলবে না। আজকে শেষ রাত্তিরের মধ্যে কেউ যেন না এই বাগানে ঢোকে! বসন্ত-রাণী কখন এসে আবার বিরক্ত হয়ে চলে যাবেন!

খর্ব্বনাশা—কাউকে ঢুকতে দেবো না?

জয়ন্তী—নাঃ নাঃ—কাউকে নয়, আমি যদি আসতে চাই, আমিও আসবো শেষ রাত্তিরের পরে…ফুল ফুটে গেলে তারপর। বুঝলে?

খর্ব্বনাশা—আজ্ঞে বুঝেছি রাণী মা! আমায় এবারকার মতো ক্ষমা কর তুমি। এখন থেকে মশা-মাছিটিকেও আর এ বাগানে ঢুকতে দিচ্ছিনে। আগে ভালো করে বাগানের ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে দি' [তথা করণ]।

[রাণী ও সহচরীর প্রস্থান]

[গান গাইতে গাইতে ফটকের সামনে একটি কালো মেয়ে এসে দাঁড়াল]

গান

কুহু—কুহু—কুহু—
আনন্দের ঝর্ণাসম ডাকৃছি মুহুর্মুহু

ডাকছি আমি বিনা কাজেই
ডাকছি নীরব পথের মাঝেই—
ডাকছি আমি সকাল সাঁঝেই
কুহু—কুহু—কুহু—
ডাক্‌ছি মুহুর্মুহু !

রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশী শুনে আমার ডাক—
আমার আগমনের সাথে বধূ বাজায় শাঁখ।
নীরব তুপুর অশথ-তলায়—
কি সুর ঝরে আমার গলায়—
আধেক গানে আধেক বলায়
কুহু—কুহু—কুহু—
ডাক্‌ছি মুহুর্মুহু !

সর্ব্বনাশা—কে রে কালো মেয়েটা এখানে এসে গান জুড়ে দিয়েছিস্ ?

কোকিল—আমায় চেনোনা মাসী ? আমি বসন্ত-রাণীর অগ্রদূত। আজ বাসন্তিকার এখানে এসে ফুল ফোটাবার কথা কি না—তাই আগে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে—তুমি দ্বার খোলো—

সর্ব্বনাশা—[হাসিয়া] ও সব ছেঁদো কথায় আর আমি ভুলছিনে ভাল মানুষের মেয়ে ! যেখান থেকে এসেছ, সেইখানে সরে পড় ! নইলে আজ আমার হাতে তোমার তুর্গতি লেখা আছে।

কোকিল—সে কি কথা মাসী !

খর্ব্বনাশা—ও মাসীই ডাকো—আর পিসীই ডাকো, ভবি আর ভুলছে না—

কোকিল—তবে কি আমি ফিরে যাবো? বাসন্তিকার ফুল ফোটানো কি তবে হবে না?

খর্ব্বনাশা—ফুল তার নিজের গরজেই ফুটবে—কিন্তু তুমি বাছা সরে পড়—হ্যাঁ নইলে দেখছ ত' আমার শতমুখী···

কোকিল—আচ্ছা, তবে আমি চল্লুম—

[কুহু কুহু ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান]

খর্ব্বনাশা—ফুল না ফুটতেই এই···ফুল ফুট্‌লে যে আমার কি দুর্গতি হবে—সেই কথাই আজ শুধু ভাবছি!

[একটি ফুট্‌ফুটে ফর্সা মেয়ে এসে ফটকের সামনে দাড়াল। তার নীল উত্তরীয় ফুর্ ফুর্ করে উড়ছে]

খর্ব্বনাশা—তুমি আবার কে গো? সেজেছ মন্দ নয়, কিন্তু মতলব শুনি?

[ফুট্‌ফুটে ফর্সা মেয়ের গান]

গান

মলয় অনিল আমি ফুর্ ফুর্ ফুর্
শীতের কুয়াশা সব করে দেবো দূর
হাল্কা মেঘের মতো মেলিয়া পাখা—
নীল আকাশের গায় চলি বলাকা···
ঘুম-কাতুরের চোখে আমি সুড়্ সুড়্।

খর্ব্বনাশা—ও সুড়্সুড়্ই দাও, আর ফুর্ফুর্ই কর—আমি বাছা দরজা খুলছিনে—

মলয়ানিল—সে কি কথা মালঞ্চ-মালিনী! আমি যদি না ঢুকতে পাই তবে বসন্ত-রাণী এখানে আসবেন কি করে?

খর্ব্বনাশা—হুঁ! খুব শক্ত শক্ত কথা বলে আমায় ভয় দেখাচ্ছ বুঝি? "মালঞ্চ-মালিনী"! পালাও বল্‌ছি…নইলে…

[তাড়া করে এলো]

মলয়ানিল—তাড়িয়ে দিচ্ছ? তা হ'লে চলি—

[গান গাইতে গাইতে প্রস্থান]

খর্ব্বনাশা—না, এদের জ্বালায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। চোখের পাতাও ঘুমে ঢুলে আসছে; এখন ত সবে সন্ধ্যে! রাণী জয়ন্তী আসবে সেই কাল ভোর বেলায়। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক্।

[খর্ব্বনাশা ঘুমিয়ে পড়ল…ধীরে ধীরে সমস্ত বাগান অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর আবার ভোরের আলোতে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে উঠলে দেখা গেল খর্ব্বনাশা তেমনি সেখানে ঘুমুচ্ছে। তার নাকের ডাক আরো বেড়েছে। ঠিক সেই সময় সহচরীকে নিয়ে রাণী জয়ন্তীর প্রবেশ]

জয়ন্তী—একি সখি! উৎসবের কোন আয়োজনই নেই! সূর্য্যোদয় হয়ে গেছে…তবু খর্ব্বনাশা ঘুমুচ্ছে! তাই বুঝি আমার বাগানে কোনো ফুল ফোটেনি!

সখি—নিশ্চয়ই বাসন্তিকা এসে ফিরে গেছেন!

সহচরী—'ওগো খর্ববনাশা—শীগ্‌গির ওঠ—

[খর্ব্বনাশার নাকের ডাক আরো বেড়ে গেল]

জয়ন্তী—খর্ববনাশা !

[খর্ব্বনাশা লাফিয়ে উঠে বসল]

খর্ববনাশা—সর্ববনাশ !

জয়ন্তী—হ্যাঁ, সর্ববনাশ ! কোথায় উৎসব ? কোথায় আমার বসন্তের ফুল ? [খর্ববনাশা কি বলতে চাইল] কোনো কথা শুনতে চাইনে। ফুল যখন ফুটল না…তোমার রক্তে আজ আমি ফুল ফোটাবো।

[সহসা বসন্ত-রাণী বাসন্তিকার প্রবেশ]

বাসন্তিকা—আরো কি রক্তপাতের প্রয়োজন আছে ?

[সকলে অবাক হয়ে দেখলে বাসন্তিকার কপালে রক্তের দাগ]

জয়ন্তী—দেবি ! একি ! আপনার কপালে রক্ত ! আপনার এ অবস্থার জন্যে দায়ী কে ? নিশ্চয়ই এই খর্ববনাশা !

বাসন্তিকা—না, দায়ী তুমি !

জয়ন্তী—দায়ী আমি ?

বাসন্তিকা—হ্যাঁ, দায়ী তুমি ! তোমার আদেশে তোমার পরিচারিকা উদ্যানের পথ বন্ধ করে রেখেছিল। আর তারই ফলে… বসন্তের কোকিল এসে এখানে গান গাইতে পারেনি, মলয়-অনিল এসে তার স্নিগ্ধ করস্পর্শে ফুলেদের জাগাতে পারেনি, তার ওপর—

জয়ন্তী—তার ওপর ?

বাসন্তিকা—তার ওপর শিশুদের তোমরা দূর করে দিয়েছ এই

উদ্যানের বাইরে! কি করে ফুল ফুটবে? যত আঘাত তুমি করেছ ওদের—সব এসে যে আমারই গায়ে লেগেছে!

জয়ন্তী—দেবি! আমি বুঝতে পারিনি। তাই ওদের দূর করতে আদেশ দিয়ে আপনাকেই দূরে ঠেলে দিয়েছি—আমায় শাস্তি দিন—

বাসন্তিকা—ওদের সবাইকে ডাকো, বাগানের পথ খুলে দাও, তবেই আমার ক্ষত শুকুবে—তোমার বাগানে আবার ফুল ফুটবে।

[দ্বার খুলতেই কোকিল, মলয় আর বালিকার দল গাইতে গাইতে এসে ঢুকল]

সকলের গান

এলো এলো ঐ এলো রে বাসন্তিকা!
মন-কাননে ফুটল কুসুম অগ্নি-শিখা!
যুঁই বেলি ফুল দলে দলে
ঘোমটা খোলে কৌতুহলে
গহন বনে কে পাঠাল রঙের লিখা!

ফুলের সাথে কোকিল কিগো শোনায় গীতি!
কোকিল—তোমরা জান বসন্তেরি এই ত রীতি
মলয়-অনিল ঝুর্ ঝুরে বায়
মলয়— কান-কথা আর কইব সবায়
ডাকব ফুলে......লাল, কালো, নীল, সবুজ কিকা
বাসন্তিকা!

[গানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাগান ফুলে ভরে গেল]

—যবনিকা—

[রাজকুমারী চন্দ্রার অন্তঃপুরে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। রাজকন্যার স্বয়ম্বর। সখিদের তাই আনন্দের সীমা নেই। দল বেঁধে সঙ্গীতে প্রাসাদকে তারা মুখরিত করে তুলেছে।]

সখিদের গান

আজকে সখির সফল হ'ল মনে মনে মালা গাঁথা
তোরণ-দ্বারে আসার আগেই হৃদয়-পুরে আসন পাতা
আজকে সবাই মনের কোণে
রামধনুকের স্বপন বোনে
গগন-পারে হাত বাড়ালো কচি-তরুণ শ্যামল-পাতা !

হাওয়ায় হাওয়ায় ব্যাকুল হ'ল কোন্ অদেখার মোহন বেণু
ফুলের ঘ্রাণে পাখীর তানে কাহার যেন পরশ পেনু
আজকে দোলন চাঁপার বনে
কে দোলা দেয় ক্ষণে-ক্ষণে
কিসের তরে আজ মাধবী সহকারে বাঁধা।

[সেই উৎসবের মাঝখানে আলুথালু বেশে ছুটে এলো চন্দ্রা। চোখে তার স্বপ্নের আভাস, অধরের কোণে বিস্ময়ের ভাব।]

চন্দ্রা—থামাও গান—গান থামাও।

[সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের সুর এবং যন্ত্রের মূর্চ্ছনা বন্ধ হয়ে গেল]

চন্দ্রা—এ গান আমার ভাল লাগ্‌ছে না, এ উৎসব আমার প্রাণে কোনো সাড়া জাগাতে পারে না! বন্ধ করে দাও এই ব্যর্থ আয়োজন!

[এবার ছুটে এলেন মহারাণী]

মহারাণী—সে কিরে চন্দ্রা! উৎসব বন্ধ হবে! আজ যে তোর স্বয়ম্বর—

চন্দ্রা—না মা! এ স্বয়ম্বর হতে পারে না।

মহারাণী—তুই বল্‌ছিস্ কি? দেশ-বিদেশ থেকে কত রাজপুত্র এসেছে—তারা কি ফিরে যাবে?

চন্দ্রা—হ্যাঁ মা, ফিরে যাবে।

মহারাণী—[সস্নেহে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে] চন্দ্রা মা আমার, তোর আজ কি হয়েছে আমায় বল্ না—

চন্দ্রা—[মায়ের বুকে মাথা রেখে আবদারের স্বরে] মাগো, আজ

শেষ রাত্তিরে আমি স্বপন দেখেছি! জানো তো ভোরের স্বপন সত্যি হয়!

মহারাণী—স্বপন! কি স্বপন দেখেছিস্ মা?

চন্দ্রা—স্বপন দেখেছি, যে নীলকণ্ঠ পাখী নিয়ে আস্‌তে পারবে, সে-ই হ'বে আমার স্বামী।

মহারাণী—এ আবার কী অলক্ষুণে স্বপ্ন? আমি মহারাজকে বলে তোকে কত নীলকণ্ঠ পাখী কিনে এনে দেবো'খন—।

[সখিদের উদ্দেশে] ওরে তোরা চন্দ্রাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দে—

চন্দ্রা—না মা, তুমি বুঝছ না। নীলকণ্ঠ পাখী পৃথিবীতে শুধু একটিই আছে। যার কাছে আছে সে-ই আমার স্বামী! স্বয়ম্বর বন্ধ করে—রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও—নীলকণ্ঠ পাখী আমার পণ···

মহারাণী—এ কি রকম গোলমেলে কথা হ'ল বল্ দেখি! যাই আমি মহারাজকে গিয়ে বলিগে—তিনি যদি কোনো উপায় করতে পারেন!

[ব্যস্তভাবে মহারাণী চলে গেলেন।]

১মা সখি—রাজকুমারী, রোজ আমাদের গান শুনে তুমি কত খুশী হও; সবাইকে দাও পুরস্কার। আজ তোমার স্বয়ম্বরের দিনে আমরা প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে গাইলুম ওই গান—তা তোমার ভালো লাগলো না?

চন্দ্রা—সখি, আজ ও গান নয়, আজ আমার সমস্ত মনপ্রাণ ছেয়ে আছে সেই নীলকণ্ঠ পাখীর সুরে! সেই সুরে সুর মিলিয়ে শোনাতে পারিস্ আমায় গান?

২য়া সখি—নীলকণ্ঠ পাখী! কৈ দেখিনি ত!

৩য়া সখি—কেমন দেখ্‌তে বলো দেখি?

৪র্থা সখি—কি সুরে সে গান গায়?

চন্দ্রা—নীলকণ্ঠ পাখী! আছে আমার স্বপ্নে জড়িয়ে, আধেক সত্যি …আধেক কল্পনা! আমিও ত কখনো চোখে দেখিনি! আমার গলায় যে নীলকান্তমণি, সেই নীলের আভাস পেয়েছি তার কণ্ঠের রঙে! সে গান গায়! গান নয়ত, যেন স্বর্গের মন্দাকিনীর কুলকুল ধ্বনি!

১মা সখি—নাই বা দেখলুম চোখে। তোমায় খুশী করবার জন্যে আমরা গাইব সেই গান…

২য়া সখি—সুর হয়ত তেমন ফুটবে না…

৩য়া সখি—ছন্দ হয়ত তেমন জুটবে না…

সকলে—তবু আমরা সবাই মিলে গাইব, তুমি শুনবে বলে—

সখিদের গান

নীলকণ্ঠ পাখি!
মন-কাননের গোপন-শাখায় ডাক্‌ছে থাকি থাকি।
ডাক্‌ছে নিতুই নতুন সুরে
কোন অলকায় গানের পুরে
সুরের ভেলায় মন ভেসে যায় বুঝছ তুমি তা কি!

তোমার মধুর গানের ভেলায় আমরা দুজনে।
সূর্য্যি ডোবে, চন্দ্র ওঠে তোমার কূজনে।

কোন্ অজানার এ কোন্ মায়া
রূপ-অরূপের মোহন ছায়া
মরুর দেশে স্বর্গলোকের ঝর্ণা ধারা না কি !
নীলকণ্ঠ পাখি !

[গানে গানে রাজকুমারীর প্রাসাদে সুর-বন্যা বয়ে গেল ! স্বয়ম্বর উৎসব বন্ধ হয়ে যেতে যারা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তারাও এসে এই সঙ্গীতে যোগদান করল ।]

চন্দ্রা—আমি মুগ্ধ ! এই গান···এই সুরই ছিল আমার ভোরের স্বপনে লুকিয়ে ! সখি ! তোরা আমায় ধন্য করেছিস্, নে তোদের পুরস্কার···

[একে একে নিজের গলার হার খুলে সখিদের দিতে লাগ্‌লো, এমন সময় মহারাণী এসে এই ব্যাপার দেখে চীৎকার করে উঠলেন ।]

মহারাণী—এ আবার কি অলক্ষুণে কাণ্ড, গলার হার খুলে বিলিয়ে দেয়া ! আজ কিছু একটা ঘট্‌বে বুঝ্‌তে পাচ্ছি—

চন্দ্রা—[মায়ের কাছে এসে] তুমি রাগ কোরো না মা ! আমার রাতের স্বপনের ওরা চমৎকার সুর দিয়েছে । শুন্‌বে তুমি ?

মহারাণী—আর শুনে কাজ নেই । স্বয়ম্বর হবে না শুনে মহারাজ ভারী রাগ করেছেন ।

চন্দ্রা—আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলে আস্‌ছি—

মহারাণী—আর বুঝিয়ে বল্‌তে হ'বে না, আদুরে মেয়ের

আবদারেও তিনি মত দিয়েছেন। তিনি আদর দিয়েই ত তোমার মাথাটা খেলেন !

[চন্দ্রা লজ্জায় মায়ের বুকে মুখ লুকালো।]

[এমন সময় নেপথ্যে ঘোষণা শোনা গেল : স্বয়ম্বর আজ বন্ধ। রাজকুমারী চন্দ্রা পণ করেছেন—যিনি নীলকণ্ঠ পাখী নিয়ে আসতে পারবেন—রাজকুমারী তাঁরই গলায় বরমাল্য অর্পণ করবেন। ঢ্যাং—ঢ্যাং—ঢ্যাং—]

মহারাণী—ওই শোনো—মহারাজের কাণ্ড। এরি মধ্যে ঘোষণা পর্য্যন্ত হয়ে গেল ! আমি ভাবলাম বুঝি মেয়ের মত ফিরবে। দেখছি শেষকালে উনিই ওকে বিগ্‌ড়ে দিলেন !

[বিরক্তভাবে প্রস্থান]

চন্দ্রা—শোনো মা—শোনো···

১মা সখি—মহারাণী বড্ড রেগে গেছেন—

চন্দ্রা—মার রাগ যেমন সহজে আসে তেমনি সহজে চলে যায়। দেখ্‌বি সকলের আগে মা-ই তখন আমায় আশীর্ব্বাদ করে বুকে টেনে নেবে—

[সহসা প্রতিহারিণীর প্রবেশ]

চন্দ্রা—কি সংবাদ প্রতিহারিণী ?

প্রতিহারিণী—মহারাজের ঘোষণা শুনে জনকয়েক রাজপুত্র কয়েকটি পাখী নিয়ে এসেছে···

চন্দ্রা—আমি দেখ্‌বো—আমি দেখ্‌বো !

২য়া সখি—সে কি সখি ? রাজপুত্রদের কি তুমি এইখানে ডেকে আনবে নাকি ?

৩য়া সখি—তা'হলে আমরা পালাই—

চন্দ্রা—না—না, রাজপুত্রদের দেখ্‌বো তোমাদের কে বলেছে ? আমি দেখ্‌বো পাখী—

৪র্থা সখি—তাই বলো, আমি ত' ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম !

চন্দ্রা—প্রতিহারিণী, সকলের আগে যে রাজপুত্র পাখী নিয়ে এসেছেন—সেই পাখীটি এইখানে নিয়ে এসো—

[প্রতিহারিণী চলে গেল। সখিরা সব নীলকণ্ঠ পাখী দেখবার আশায় রাজকুমারীকে ঘিরে দাড়াল। এমন সময় সেই প্রতিহারিণী খাঁচায়-পোরা একটি নীল পাখী নিয়ে প্রবেশ করল।]

১মা সখি—এই নাকি সেই নীলকণ্ঠ পাখী ?

২য়া সখি—এরকম পাখী ত' আমরা ছেলেবেলায় কত দেখেছি—

৩য়া সখি—স্বপ্নে কি তুমি একেই দেখেছিলে ?

চন্দ্রা—প্রতিহারিণী, পাখী তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আর তোরণ-দ্বারের প্রহরীকে বলো রাজপুত্রকে বিদায় দিতে—

[প্রতিহারিণী পাখীর খাঁচা নিয়ে চলে গেল]

১মা সখি—আচ্ছা রাজকুমারী, পাখী যে আনবে, তারই গলায় তুমি মালা দেবে ?

চন্দ্রা—হ্যাঁ সখি, সেইত আমার পণ—

২য়া সখি—তা' হলেই ত' তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে ?

৩য়া সখি—আচ্ছা, যদি আমরা কেউ পাখী ধরে আনতে পারি ?

চন্দ্রা—তবে আজীবন তার দাসী হয়ে থাকবো। সখিকে তা'হলে আর চোখের আড়াল করতে হবে না—

[আবার প্রতিহারিণীর প্রবেশ]

প্রতিহারিণী—রাজকুমারী, অবন্তীপুরের রাজকুমার নিয়ে এসেছে এক অপূর্ব্ব পাখী ! শুধু কণ্ঠই তার নীল। সভাসদগণ সবাই দেখে বল্লেন, এই-ই নীলকণ্ঠ পাখী।

চন্দ্রা—নীলকণ্ঠ পাখী ! আমি যাচ্ছি—না—না—এইখানে পাখীটাকে নিয়ে আয়—

[প্রতিহারিণী চলে গেল]

২য়া সখি—কী চমৎকার ব্যাপারই না হবে—

৪র্থা সখি—কি রে কি ?

২য়া সখি—যদি অবন্তী রাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয় ?

১মা সখি—আগে নীলকণ্ঠ পাখী প্রমাণ হোক, তারপর ত'—

২য়া সখি—ঐ যে পাখীটাকে নিয়ে প্রতিহারিণী এই দিকেই আসছে।

[পাখী নিয়ে প্রতিহারিণীর প্রবেশ]

৪র্থা সখি—হ্যাঁ ! নীলকণ্ঠই ত' বটে !

১মা সখি—দাঁড়া, আগে রাজকুমারীর বুকের নীলকান্ত মণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি—

২য়া সখি—কি সখি, চিন্‌তে পাচ্ছ? স্বপ্নের কথা কি তোমার এতক্ষণ মনে আছে?

১মা সখি—তোরা দাঁড়া দেখি! [পাখীর কাছে গিয়ে] একটু জল নিয়ে আয় না কেউ—

[একজন ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এলো। জল দিয়ে পাখীর গলা ধুইয়ে দিতেই দেখা গেল রংটা হাতে আঁকা।]

চন্দ্রা—একি! এ যে হাতে আঁকা রঙ! অবন্তীকুমার প্রবঞ্চক!

১মা সখি—তাত' হবেই সখি। 'ওরা যে যুদ্ধে মহারাজের কাছে হেরে গিয়েছিল। মহারাজ দয়া করে ওদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বুঝি সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছে—

চন্দ্রা—কিন্তু মিথ্যার জয় কি কখনো হতে পারে! প্রতিহারিণী, তুমি মহারাজকে বল—অবন্তীকুমার প্রতারণার অপরাধে আমাদের বন্দী হয়ে থাক্‌বেন।

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান]

১মা সখি—দেখি এবার আবার কোন্ বীরের আবির্ভাব হয়—

[প্রতিহারিণীর পুনঃপ্রবেশ]

প্রতিহারিণী—সত্যই এবার বীরের আবির্ভাব হয়েছে দেবী—রাজকুমার বিক্রম সিংহ এসেছেন—সঙ্গে তাঁর অসংখ্য পাখী—

চন্দ্রা—আচ্ছা, নিয়ে এসো এইখানে।

[প্রতিহারিণী চলে গেল এবং মুহূর্ত্তেই রাশি রাশি মৃত পক্ষী এসে স্তূপীকৃত করে ফেল্লে।]

চন্দ্রা—[শিউরে উঠে] একি, এ ত মৃত পাখী! জীব-হিংসা করতে তাকে কে বল্লে?

প্রতিহারিণী—রাজকুমার বিক্রম জানিয়েছেন, অদ্ভুত শিকার-নৈপুণ্যে তিনি বনের সমস্ত পক্ষী নিঃশেষ করেছেন। আপনি এর ভিতর থেকে নীলকণ্ঠ পাখী খুঁজে নিন।

[প্রস্থান]

চন্দ্রা—[উত্তেজিত হয়ে] না—না—এর ভেতর নীলকণ্ঠ পাখী নেই। তাকে মারবার কারো ক্ষমতা নেই! এই রক্তস্রোত আমি সইতে পাচ্ছিনে—

[মহারাণীর প্রবেশ]

মহারাণী—ক্ষত্রিয়ের মেয়ে হয়ে রক্ত দেখে তোমার ভয়! তুমি জানো চন্দ্রা, আমরা অপুত্রক। যার গলায় তুমি বরমাল্য দেবে, ভবিষ্যতে সেই হবে এদেশের রাজা। রাজকুমার বিক্রম সিংহের মতো যোদ্ধা ক্ষত্রিয়-সমাজে দুর্লভ। এই রাজকুমারকেই তুমি বরণ কর—

চন্দ্রা—[কেঁদে উঠে আঁচলে মুখ ঢেকে] সে আমি পারব না—না—না—

মহারাণী—মহারাজেরও ত' সেই ইচ্ছে—

চন্দ্রা—আচ্ছা, যাচ্ছি আমি বাবার কাছে—

মহারাণী—আর বাবার কাছে যেতে হবে না—তিনিই ত' আদর দিয়ে তোমার মাথা খেয়েছেন—

[বেগে প্রস্থান]

[প্রতিহারিণীর প্রবেশ]

প্রতিহারিণী—একটি তরুণ তাপসের সন্ধান পাওয়া গেছে রাজকুমারী—

১মা সখি—মর মুখপুড়ি ! তরুণ তাপস দিয়ে কি হবে রে ?

২য়া সখি—তুই কি বল্‌তে চাস্‌ আমাদের রাজকুমারী তপস্বিনী হবে ?

প্রতিহারিণী—না দেবী, সে কথা নয়—

৪র্থা সখি—তবে কোন্‌ কথা শুনি !

প্রতিহারিণী—সেই তরুণ তাপসের উত্তরীয়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব্ব এক পাখীর কাকলী। সবাই বলছে ও স্বর্গের পাখী—

চন্দ্রা—অ্যাঁ ! বলিস্‌ কি ? কোথায় সেই তাপস ?

প্রতিহারিণী—মহারাজ এই সংবাদ পেয়ে তাপসকে ডেকে এনেছেন প্রাসাদে।

চন্দ্রা—নিয়ে আয় সেই পাখী—

প্রতিহারিণী—সে পাখী ত' সে কাউকে দেবে না ! উত্তরীয়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছে।

১মা সখি—তার কি প্রাণের ভয় নেই ?

প্রতিহারিণী—মহারাজ তাকে পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন···সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে কঠিন দণ্ডের ভয় দেখিয়েছিলেন···সে নীরবে হাসল !

চন্দ্রা—যা, তাঁকে আমার নাম করে এখানে নিয়ে আয়—

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান]

২য়া সখি—তুমি বলছ কি রাজকুমারী ? একটা পথের ভিখিরীকে নিয়ে আসবে তোমার অন্তঃপুরে ?

চন্দ্রা—আমি নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে চাই—না দেখলে পাগল হয়ে যাবো—

[প্রতিহারিণীর সঙ্গে এক তাপসের প্রবেশ]

[তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হতে লাগলো অন্তঃপুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু কোথা থেকে যে গান ভেসে আসছিল তা কেউ বুঝতে পারলে না।]

গান

নীড়হারা নীল পাখি !
বাসা বাঁধিবারে এসেছে দুয়ারে দূর করে দেবে নাকি ?
গগন ঢাকিয়া ওঠে কালো মেঘ
কেবলি বাড়িছে পবনের বেগ
বিজলি চমকে দিশেহারা হয়ে বলনা কোথায় থাকি !
নীড়হারা নীল পাখি !

ঝরে ঝর-ঝর ধারা অবিরল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে···
পাখা ভিজে যায়, পথ কোথা মোর শুধাইব বল কাকে !
মেঘে ও তড়িতে বিপদ ঘনায়
ডাকিতেছি তাই আপন জনায়
কার পদতলে ক্লান্ত পরাণ বলনা আজিকে রাখি
নীড়হারা নীল পাখি !

চন্দ্রা—[কান পেতে শুনে] হ্যাঁ! এই সুর—আজ প্রভাতে স্বপনের মাঝে আমার হৃদয়কে দুলিয়ে দিয়ে গেছে! ওগো বন্ধু—তোমারি কাছে আছে নীলকণ্ঠ পাখী…

[এগিয়ে গেল]

সখিদল—[বিস্ময়ে] রাজকুমারী! ও যে পথের ভিক্ষুক—ও যে সন্ন্যাসী—ও যে—

চন্দ্রা—[অভিভূত হয়ে] জানি না পথের ভিক্ষুক কি স্বর্গের দেবতা—শুধু এইটুকু জানি যে, তাঁর গলায় দুলিয়ে দিতে হবে আমার বরমাল্য—

[চন্দ্রা মালা পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে……সে তাপস এক অনিন্দ্যসুন্দর রাজপুত্রের মূর্তি গ্রহণ করল।]

রাজপুত্র—রাজকুমারী! মেঘলোকের রাজপুত্র হয়েও মর্ত্ত্যের মানবীকে দেখে মুগ্ধ হই। নীলকণ্ঠ পাখীর স্বপ্ন আমার ছলনা—তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে! সে পরীক্ষায় জয়ী হয়েছ তুমি চন্দ্রা! আজ তোমার বরমাল্য আমার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ।

—যবনিকা—

[দাদুর শোবার ঘর। দাদু একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া দুপুর বেলায় তন্দ্রা ভোগ করিতেছেন। ঘরের মেঝেতে অনেক রকম খেল্‌না—কাঠের ঘোড়া, পাথরের হাতী, নানা রকম বাঁশী, কাগজের তৈরী পাখী, ফুল, বেলুন, আরো অনেক কিছু। খোকা তাই নিয়া খেলা করিতেছে, কিন্তু খেলায় তাহার মন বসিতেছে না।]

খোকা। দাদু···ও দাদু শুন্‌ছ ?

দাদু। [ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল] কি বল্‌ছ দাদু ?

খোকা। আমার বাবা কি আর ফিরে আস্‌বে না ?

দাদু। কেন আস্‌বে না ভাই, তুমি ত' জানো তোমার বাবা যুদ্ধে গেছে···যুদ্ধ থেমে গেলেই ফিরে আস্‌বে—

খোকা। আচ্ছা দাদু, সেদিন একটা লোক বাইকে ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে তোমার হাতে একটা হল্‌দে খাম দিলে···তুমি সেটা পড়ে কেঁদে ফেল্লে !—কেন দাদু ?

দাদু। [চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, মুছিয়া ফেলিয়া] ও কিছু নয়! তুমি খেলনা নিয়ে খেলা কর। কেমন চমৎকার ঘোড়া···কালো-সাদা হাতী···তুমি খেল, আমি একটু ঘুমুই···

[দাদুর নাকের ডাক শোনা গেল]

[খোকাদের বাড়ীর পাশে এক খাল। তারি ওধারে এক বন। খোকা তাকাইয়া দেখিল—সেই বন হইতে বাহির হইল এক থুথুরে বুড়ী। সে তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে লাগিল।]

খোকা। ও দাদু···দাদু···

দাদু। [আবার চোখ মেলিয়া তাকাইলেন] কি ভাই, আবার কি হ'ল?

খোকা। ঐ যে খালের ধারে বন···ঐখানে থাকে এক বুড়ী। চুলগুলো তার শণের মত সাদা···ফোক্‌লা দাঁত। আমায় দেখলেই ফিক্ ফিক্ করে হাসে আর হাতছানি দিয়ে ডাকে! চেনো তুমি ওকে দাদু?

দাদু। ও কিছু নয়, তুমি খেলা কর—[ঘুমাইয়া পড়িল]

[দেখা গেল বুড়ী পা টিপিয়া টিপিয়া আবার বন হইতে বাহির হইয়াছে। ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া খোকাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। খোকা চাহিয়া দেখিল, ঠাকুর্দা ঘুমাইতেছেন। তাড়াতাড়ি খেলনাগুলি ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। খাল পার হইতে একটি বাঁশের সাঁকো ছিল···খোকা তারি উপর দিয়া বুড়ীর কাছে চলিয়া গেল।]

খোকা। কে তুমি বুড়ী…রোজ আমায় দেখে হাসো আর হাত-ইসারা করে ডাকো ?

বুড়ী। ওরে খোকা, আমায় চিনিস্ না ? আমি আষ্ঠিকালের বৈষ্ঠি বুড়ী।

খোকা। আমায় তুমি চিন্‌লে কি করে ?

বুড়ী। তোকে আমি চিন্‌বো না রে ? তোকে চিনি, তোর বাপকে চিনি…তার বাপ…তার ঠাকুর্দ্দা…পৃথিবীর আদি কাল থেকে কাকে আমি না চিনি বল্ ?

খোকা। তা'হলে ত' ভারী মজা ! আমি বড় একা একা ও-বাড়ীতে থাকি…একটিও খেলার সাথী নেই…আমার একটি বন্ধু জুটিয়ে দাও না আষ্ঠিকালের বৈষ্ঠি বুড়ী—

বুড়ী। দেবো রে—দেবো—আর সেই জন্যেই ত' তোকে ডেকে আনলাম—ঐ দেখ্ কে আস্‌ছে—

[খোকারই মতো একটি ছোট্ট বালকের প্রবেশ। সবুজ রঙের কাপড়-পরা। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল বাতাসে দুলিতেছে…মুখে মিষ্টি হাসি।]

খোকা। বাঃ, চমৎকার ছেলেটি ত' ! আমাদের পাড়ায় ত' কোনো দিন দেখিনি ওকে—

বুড়ী। রোসো, আগে তোমাদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিই। খোকা, ওর নাম তৃণদল। পৃথিবীতে যত কচি ঘাস দেখো ও তারই প্রাণ ; আর তৃণদল, এ খোকা হবে তোমাদের নতুন বন্ধু। এখন তৃণদল, তোমার খবর কি বল—

তৃণদল। শোনো বুড়ীমা, তোমারই কথায় আমি পৃথিবীর বুকে না-জানা পথে রওনা হয়েছিলাম। গোটা পৃথিবীকে আমি কচি শ্যামল তৃণে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। কি চমৎকার শোভা হয়েছিল তাতে বুড়ীমা! হাওয়ায় তারা হেল্‌তো দুল্‌তো···সূর্য্যের কিরণে, চাঁদের আলোয়···তারা উঠেছিল বড় হয়ে—কিন্তু মানুষের তা ভালো লাগ্‌লো না—তারা চায় যুদ্ধ। একের ধন অন্যে কেড়ে নিতে চায়। একের রাজ্য অপরে জোর করে দখল করে। তারা নিয়ে এলো কামান···নিয়ে এলো মেশিন-গান···যেখানে ছিল শ্যামলিমা, সেখানে আজ মরুভূমির মত···বালি আর তপ্ত হাওয়া বইছে···তবু তারা চায় যুদ্ধ···

[ফুট্‌ফুটে একটি রূপসী মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া ঢুকিল। গায়ে তার রঙ্‌-বেরঙের পোষাক···চুলে নানা রকম ফুল গোঁজা।]

খোকা। এ কে আম্বিকালের বৈম্বি বুড়ী?

বুড়ী। এর নাম ফুলদল। পৃথিবীতে যত ফুল আছে···এ তারই প্রাণ। আর ফুলদল, এই তোমাদের নতুন বন্ধু খোকা! তারপর তোমার কি খবর ফুলদল?

ফুলদল। তোমারই কথায় আমি বেরুলাম বুড়ীমা, সারা পৃথিবীর বুকে ফুল ফুটিয়ে···কত রকম যে ফুল···আর কি মিষ্টি তার গন্ধ! সেই ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে—বনের পশু তাতে মুগ্ধ হ'ল—কিন্তু মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকালো না।

বুড়ী। কেন?

ফুলদল। সুন্দরের দিকে মানুষের চোখ মেলে তাকাবার সময় নেই···আমার অমন ফুলগুলি যা' সারা জগৎকে মধুময় করে রেখেছিল, তাই মানুষগুলো সব নষ্ট করে ফেল্লে বিষ-গ্যাস দিয়ে! ফুলের দল পড়্‌ল ঝরে, ফুল শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে গেল।

বুড়ী। হুঁ!

খোকা। আচ্ছি বুড়ী, ঐ দেখ কে একটা বুড়ো এই দিকে আসছে।

বুড়ী। ওর নাম মহীরুহ। পৃথিবীর সমস্ত গাছের প্রাণ হচ্ছে ও!

[মহীরুহের প্রবেশ]

বুড়ী। কি খবর মহীরুহ?

মহীরুহ। তোমারই কথায় আমি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লাম—আকাশের দিকে উঁচু করে ধরলাম আমার শাখা-প্রশাখা, কত পাখী এসে সেখানে বাসা বাঁধল! কত পথিক আমার ছায়ায় আশ্রয় পেলো! কিন্তু লোভী মানুষ তাতে খুশী নয়।

বুড়ী। কি বলে তারা?

মহীরুহ। তারা সমস্ত গাছ কেটে ফেল্লে—; তাই দিয়ে তৈরী হ'ল যুদ্ধের জাহাজ। লড়ায়ের নামে মানুষ আজ পাগল হয়ে উঠেছে! তাই আমার ডালে আর একটি পাতাও নেই—পাখীরা ভয়ে আর সেখানে এসে নিত্য আমায় গান শোনায় না! কি করে আমি বাঁচবো বুড়ীমা?

বুড়ী। তাইত্’! বড় ভাব্‌নার কথাই হ’ল—

খোকা। গায়ের রঙ্ নীল কিন্তু চুলগুলো সব সাদা ধব্‌ধবে—ও কে আসছে বৈষ্ঠি বুড়ী?

বুড়ী। ও হচ্ছে সাগর। নীল ওর দেহ কিন্তু চুলগুলো সাদা ফেনা। এসো সাগর—তোমার খবর বলো—

সাগর। তোমারই আদেশে আমি সাত সাগরে, সারা পৃথিবীকে মায়ের মতো করেই ঘিরে রাখ্‌লাম। মেঘ হয়ে উঠ্‌লাম আকাশে··· বৃষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়লাম—সারা বিশ্বে। পৃথিবীতে শস্য রাখ্‌বার ঠাঁই থাক্‌ল না। তবু মানুষের জন্যে জমিয়ে রাখ্‌লাম—মুক্তা, মণি, প্রবাল—আমাদের বুকের কাছটিতে। কিন্তু মানুষের মন তাতে পেলাম না। আমার ঢেউয়ের দোলানি মায়ের কোলের দোলের মতই মধুর···কিন্তু মানুষ তা চায় না···সে আমার বুকে আজ যুদ্ধ-জাহাজ ভাসিয়েছে! তুমি আদেশ কর বুড়ীমা; ঢেউয়ের এক আঘাতে সব আমার অতল তলে তলিয়ে দিই।

বুড়ী। একটু শান্ত হ’ও সাগর, ওই দেখ কে আসছে—

[রবির কিরণের প্রবেশ। তার আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক্ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।]

বুড়ী। এসো রবির কিরণ, তোমার খবর আমরা এখনও জানতে পারিনি।

রবির কিরণ। কি আর জান্‌বে বুড়ীমা! পৃথিবীর লোক ভুলে গেছে আমি তাদের কত আপনার! আজকালকার মানুষরা আর

আমাকে সূয্যি মামা বলে ডাকে না—আমি যদি একদিন ওদের ঘরে ঘরে গিয়ে খবর না দিয়ে আসি তবে আর ওদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত থাক্‌বে না—হয় ত' বেশী দিন না গেলে ওরা মরেই যাবে! কিন্তু সেই উপকারী বন্ধুকে ওরা কি করে ভুলে থাক্‌লো আমি ভেবে পাইনে! ওরা উড়ো-জাহাজ তৈরী করে ভাবে আমার ওপরেও টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠে যাবে। তুমি বলত বুড়ীমা! একি সহ্য করা যায়? তুমি আমায় আদেশ কর বুড়ীমা—আমি একবার রক্ত-চক্ষুতে পৃথিবীর দিকে তাকাই···সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে দাবানল জ্বলে উঠ্‌বে। ওরা যুদ্ধ চায়···তবে যুদ্ধই হোক—ওরা ভস্ম হয়ে পুড়ে মরুক।

বুড়ী। অবুঝ হয়ো না রবির কিরণ! তোমাদের কাজ ত' ধ্বংস করা নয়—তোমাদের কাজ গড়ে তোলা—সৃষ্টি করা। আমি বুঝতে পাচ্ছি, পৃথিবী বিষিয়ে উঠেছে—স্বার্থপরতায়, রাজ্যলোভে······ অত্যাচারে অনিয়মে; কিন্তু আবার তাতে আমাদের প্রাণ-সঞ্চার করতে হ'বে!

সকলে। তা হ'বে না বুড়ীমা! ওরা সুন্দরকে চায় না—রূপকথার গল্প শুন্‌লে ওরা হেসে উড়িয়ে দেয়—বিজ্ঞানই ওদের দানব—তাই দিয়ে ওরা পৃথিবী শাসন করবে···পক্ষিরাজ ঘোড়ার খুরের শব্দ ওদের কাণে আর যায় না। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা শুনলে ওরা বলে গল্প! তাই ওরা সোনার-কাঠি হারিয়ে বসে আছে। পৃথিবীতে তাই এত দুঃখ, এত রোগ, এত শোক···! তাই মানুষ আজ এত লোভী হয়ে উঠেছে। ওরা সবাই পরের জিনিস কেড়ে নিতে চায়।

বুড়ী। তবে শোনো বন্ধুর দল! যারা রূপকথা বিশ্বাস করে না—তারা নিজেদের বিবেককে হারিয়ে ফেলেছে। ওদের কাছে তোমরা আর যেয়ো না। ওরা মরুক সব কাটাকাটি মারামারি করে। আমরা আজ থেকে পৃথিবীতে নতুন জাতির সৃষ্টি করবো। আমাদের নতুন বন্ধু এই খোকাই হ'বে সেই জাতির অগ্রদূত।—তৃণদল!

তৃণদল। বল বুড়ীমা—

বুড়ী। তুমি আজ থেকে ওকে গড়ে তুলবে—তোমারই মত কোমল করে—তোমারই মত শ্যামল হ'বে ওর মন—

তৃণদল। আচ্ছা বুড়ীমা।

বুড়ী। ফুলদল!—

ফুলদল। বল বুড়ীমা--

বুড়ী। তোমারই মত সুন্দর করে গড়ে তোলো এই খোকাকে—ওর যশ, ওর সুনাম যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—ফুলেরই গন্ধের মত--

ফুলদল। তাই হ'বে বুড়ীমা—

বুড়ী। মহীরুহ!—

মহীরুহ। আজ্ঞা কর বুড়ীমা—

বুড়ী। খোকাকে তুমি গড়ে তোলো তোমারই মত সবল আর দৃঢ় করে, আকাশের পানে মেলে ধরুক ওর যত কামনা…উচ্চাকাঙ্ক্ষা; পৃথিবীর লোক ওকে আশ্রয় করে বাঁচুক—পাখীরা যেমন তোমায় আশ্রয় করে।

মহীরুহ। তাই করব বুড়ীমা—

বুড়ী। সাগর!—

সাগর। কি বলবে বল বুড়ীমা—

বুড়ী। তোমারই মত মহান্ আর উদার করো ওর মন। ও যেন হয় তোমারই মত দাতা—যেমন নাকি তোমা থেকে উঠে মেঘ···মেঘ যেমন বারি বরিষণ করে--

সাগর। তোমার আজ্ঞাই পালন করবো বুড়ীমা—

বুড়ী। রবির কিরণ!—

রবির কিরণ। তোমারই আদেশের অপেক্ষায় আছি বুড়ীমা—

বুড়ী। তোমারই মত উজ্জ্বল কর ওর প্রতিভাকে। অসত্য—যেন দূরে চলে যায়। সত্যের পূজারী যেন হয় এই খোকা তোমারই শুভ্র কিরণের মত—

রবির কিরণ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে বুড়ীমা—

বুড়ী। তারপর বন্ধুগণ! এই খোকাকে নিয়ে বেরুবে জয়-যাত্রায়—পৃথিবীর যত শিশু-মনে ছুঁইয়ে দেবে সোনার-কাঠি···আবার তারা পরস্পরকে ভালোবাস্‌তে শিখ্‌বে—

খোকা। কি মজা! আমি যাবো—আমি যাবো···কিন্তু বুড়ীমা এক মিনিট—। আমি দাদুকে বলে আসি—

[ছুটিয়া সাঁকো পার হইয়া দাদুর ঘরে ঢুকিল। দাদু তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে]

খোকা। দাদু! দাদু! শীগ্‌গির ওঠ। আমি যাচ্ছি—

দাদু। [চোখ রগ্‌ড়াইয়া] কি রে খোকা কোথায় যাবি?

খোকা। যাবো ওদের সঙ্গে—সোনার-কাঠি ফিরিয়ে আন্‌তে—

দাদু। পাগল ছেলে! জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখ্‌ছিস! খেল্‌না নিয়ে খেলা করগে—আমি আর একটু ঘুমিয়ে নি।

[দাদু পাশ ফিরিয়া শুইল। আবার তাহার নাকের ডাক শোনা যাইতে লাগিল]

—যবনিকা—
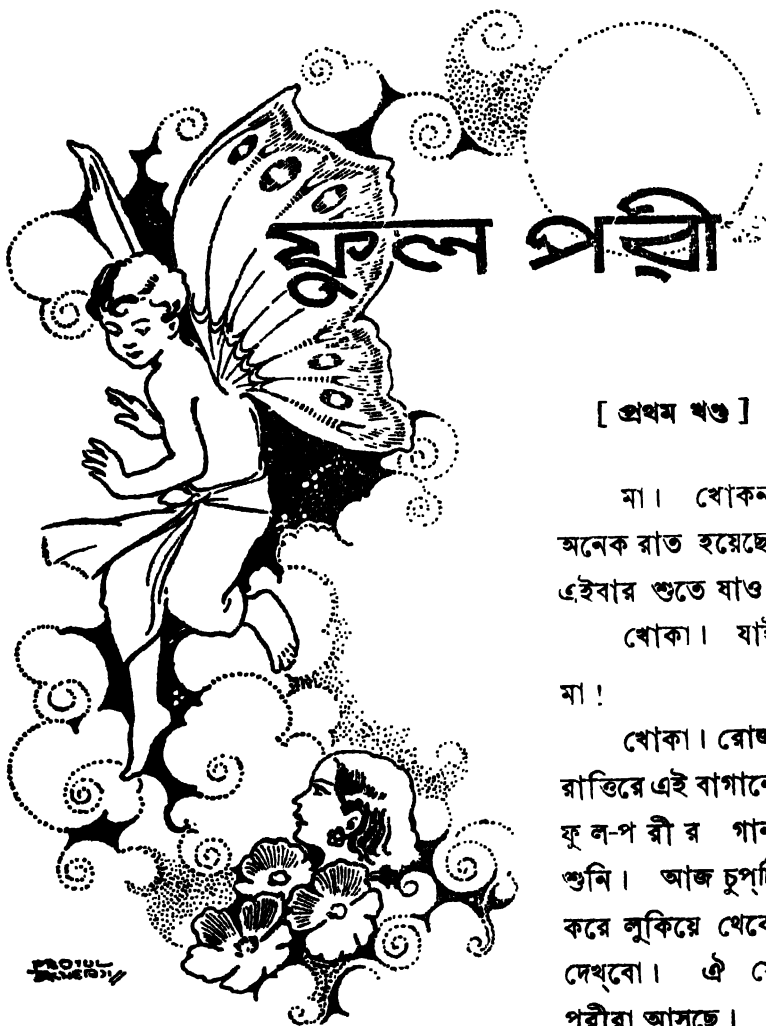
ফুল পরী

[প্রথম খণ্ড]

মা। খোকন অনেক রাত হয়েছে, এইবার শুতে যাও!

খোকা। যাই মা!

খোকা। রোজ রাত্তিরে এই বাগানে ফুল-পরীর গান শুনি। আজ চুপ্‌টি করে লুকিয়ে থেকে দেখ্‌বো। ঐ যে পরীরা আস্‌ছে।

[পাখীরা শিস দিয়া গাহিতে লাগিল। দূর হইতে পরীদের গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল]

পরীদের গান

ফুল—ফুল—ফুল!
ফুল দলে দুলি মোরা দুল্ দুল্ দুল্!
ফুল-মধু করি পান
ফুর ফুরে গাই গান
শিশিরেতে জল দোলে টুল্ টুল্ টুল্!

খোকা। দাঁড়াও—একটি পরীকে ধরতে হবে—

পরীর দল। ওরে—মানুষের ছেলেটি আস্‌ছে—পালা পালা—

[পলায়নের শব্দ

খোকা। একটিকে ধরে ফেলেছি—এইবার—

পরী। ছাড়ো—ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও—

পরীর গান

আমি উড়ে যাবো পরীর দেশে—
উষার লালিমা হেথায় সাঝের তারায় মেশে!
বিছানা বিছায় চাঁদের জ্যোছনা—
ঘুমায় পরীরা—হরিণ-লোচনা
সাথী-হারা কোন কূলে একা চলি ভেসে?

খোকার গান

ফুল-পরী গো, করবো তোমায় খেলার সাথী
নীল-গগনে পাখ্‌না মেলে চল্‌বে খেলা দিবস-রাতি।
ছুট্‌বো দু'জন ফুল-বাগানে
গাইবো যে গান প্রাণ-জাগানে
দোয়েল শ্যামা শিস দেবে গো, সন্ধ্যা-তারা থাক্‌বে সাথী।

পরী। কিন্তু ভাই—তিনটি বোন যে আমার পথ চেয়ে বসে থাক্‌বে।

খোকা। আচ্ছা, তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু—

পরী। কিন্তু— ?

খোকা। এক সর্ত্তে—

পরী। বল—

খোকা। একদিনের জন্যে তোমার পাখা দুটো আমায় ধার দিতে হ'বে—

পরী। বল কি ?

খোকা। হ্যাঁ, নইলে তোমায় আমি ছাড়বো না—

পরী। আচ্ছা, একদিন আমি এই ফুলবনেই লুকিয়ে থাক্‌বো—নাও তুমি পাখা—আমি তোমায় বর দিচ্ছি—এই পাখা পরলে কেউ তোমায় দেখ্‌তে পাবে না—

খোকা। বটে ! কি মজা ! কি মজা ! তুমি বোন ফুলের পাঁপ্‌ড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকো। খিদে পেলে ফুলের মধু খেয়ো।

পরী। কিন্তু আমার পাখা দুটো ?—কখন পাবো ?

খোকা। কাল সন্ধ্যে-বেলা এসে ঠিক ফিরিয়ে দেবো। এখন আমি উড়লাম—

[পাখার শব্দ]

[দ্বিতীয় খণ্ড]

খোকা। ফুল-পরী বলেছে—পাখা লাগালে কেউ আমায় দেখ্‌তে পাবে না ! ভারী মজা !

সন্দেশওয়ালা। চাই সন্দেশ—ভালো নতুন গুড়ের টাট্‌কা সন্দেশ—

খোকা। আরে ! সন্দেশ নিয়ে ফিরিওয়ালা এই দিকেই আস্‌ছে —লুকিয়ে খেতে হ'বে—

[পাখার শব্দ]

সন্দেশওয়ালা। আরে—আরে—আরে একি ! কে কোথায় আছ—শীগ্‌গির এসো—

১ম বালক। কি হ'ল—কি হ'ল ?

২য় বালক। এমন ষাঁড়ের মত চ্যাচাচ্ছ কেন ?

সন্দেশওয়ালা। আমার হাঁড়ি থেকে সন্দেশ উড়ে যাচ্ছে যে !

১ম বালক। সন্দেশ উড়ছে ?

২য় বালক। আরে হ্যাঁ, তাইত ! তাইত ! সন্দেশ উড়ছে !

সকলে। ওরে ছোট্—ছোট্—ধর্—আরে গালে পুরে দে—

[কোলাহল]

খোকা। যাক্! অনেকগুলি সন্দেশ খেয়ে নিয়েছি। ঐ যে কিপ্টে মহাজন আস্‌ছে—সঙ্গে আবার এক থলি টাকা—

[মহাজনেব প্রবেশ]

মহাজন। রাধা কৃষ্ণ বল মন! আজকে আদায়টা ভালই হয়েছে। কিন্তু যে চোর-ডাকাতের উপদ্রব! সিন্দুকে পুরে তবে নিশ্চিন্দি!

ভিখারী। একটি পয়সা দাওনা বাবা—তিন দিন কিছু খাইনি বাবা—

মহাজন। যা—যা পালা…পয়সা! পয়সা গাছের ফল কিনা—ভাগ্…

খোকা। দেখেছ কি দুষ্ট! ভিখিরীটাকে একটা পয়সাও দিলে না? রোসো মজা দেখাচ্ছি।

মহাজন। কি সর্ব্বনাশ! টাকার থলিটা হাত থেকে উড়ে যাচ্ছে যে—

[খোকাব হাসি]

মহাজন। ওরে আমার সর্ব্বস্ব গেল রে—সর্ব্বস্ব গেল—

ছেলের দল। কি বৈরাগী ঠাকুর, এত চ্যাচাচ্ছ কেন? একটু রাধা-কৃষ্ণের নাম কর না—

মহাজন। ধুত্তোর তোর রাধা-কৃষ্ণের নিকুচি করেছে। আমার টাকার থলি যে উড়ল—

১ম বালক। ওরে তাইত রে! থলি উড়ছে—ছোট্ ছোট্…

[রাস্তায় টাকা পড়ার শব্দ ও খোকার হাসি]

মহাজন। হায়! হায়! এ যে দিনে ডাকাতি! পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা!

[টাকার শব্দ]

ছেলের দল। ওরে টাকার হরির-লুট হচ্ছে—কুড়িয়ে নে—কুড়িয়ে নে—

[কোলাহল]

ভিখারী। আমিও একটা পেয়েছি বাবা! যে দিলে বাবা—তার জয় হোক—জয় হোক—

মহাজন। আমি ধনে প্রাণে মারা গেলুম রে—ধনে প্রাণে মারা গেলুম—

[প্রস্থান]

খোকা। কিপ্টে মহাজনটা আচ্ছা জব্দ হয়েছে। আরে! ওপাড়ার রণধীরটা আসছে না? হুঁ। সেদিন আমার বিস্কুট কেড়ে নিয়ে খেয়েছিল—আজ দেখাচ্ছি মজাটা।

[বক্তৃতা করিতে করিতে রণধীরের প্রবেশ]

আমি মহাবীর
এই পৃথিবীর
কভু নহি থির
আমি রণধীর

[হঠাৎ] এই—পিছন থেকে কান ধরলে কে রে? নিশ্চয়ই বিশে—

[খোকার হাসি]

ছাখ্ বিশে, ভালো হচ্ছে না—বলে দিচ্ছি—

[আবার হাসি]

অ্যাঁ! কেউ নেই ত!

[খোকার হাসি]

ওরে বাবারে—ভূত! ভূত! ভূত! ঘাড় মট্‌কালে রে—

[ছুট দিল]

[ক্রমাগত খোকার হাসি শোনা যাইতে লাগিল]

খোকা। উঃ! খুব পরিশ্রম হয়েছে! সন্ধ্যেও হয়ে এলো—এইবার ফুল-বাগানে গিয়ে একটু জিরিয়ে নি—

পরী। ভাই খোকা—

খোকা। আরে ফুল-পরী, তুমি?

পরী। হ্যাঁ ভাই। এইবার আমার যাবার সময় হল যে।

খোকা। তুমি চলে যাবে? ভেবেছিলুম তোমাকে আমার খেলার-সাথী করে রাখবো—

পরী। কিন্তু আমার তিন বোন যে কাঁদবে।

খোকা। তবে আর তোমায় ধরে রাখবো না—এই নাও পাখা—

পরীর গান

ফুল-পরী ঘুরি মোরা ফুর্-ফুর্-ফুর্
নেচে চলি ফুলবাসে ভুর্-ভুর্-ভুর্!
পরি কপালেতে টিপ
তারাদল ধরে দীপ
পরীদের দেশে চলি—দূর—দূর—দূর!

[গান আকাশে মিলাইয়া গেল]

—যবনিকা—

স্বপন বুড়ো

[নিশুতি রাত, ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল]

স্বপন বুড়ো। [চাপা গলায়] এই খোকা শীগ্‌গির আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো—

খোকা। [পাশ ফিরিয়া শুইয়া] কে তুমি আমায় ঘুমের মধ্যে জ্বালাতন কচ্ছ বলত ?

স্বপন বুড়ো। বা রে! আমায় চেনো না? আমি স্বপন বুড়ো—রোজ ঘুমের ভেতর কত দেশে তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাই—স্বপনপুরীর দেশ, মেঘলোকের দেশ—পাতালপুরীর রাজ্য, আরো কত জায়গা!

খোকা। না আমি যাবো না—ঠাকুমা বারণ করেছে—

স্বপন বুড়ো। বটে! তবে এই সুড়সুড়ি দিচ্ছি—

খোকা। হি—হি—হো—হো—হা—হা—

স্বপন বুড়ো। কেমন মজা এইবার—

খোকা। হি—হি—হুঁ—হুঁ—আমি যাবো—আমি যাবো।

স্বপন বুড়ো। তবে এসো—

গান

দু' হাত দিয়ে ধরবে কসে
আমার সাত হাত দাড়ি
সটান্ যাবো পাতাল পুরীর
রাজার মেয়ের বাড়ী!
চিংড়ি, চিতোল আর কোলা ব্যাং
আয় পাহারা বাড়িয়ে দু' ঠ্যাং
মানুষ খোকা দেখলে তারা আসবে মাথা নাড়ি!

[জলের নীচে যাওয়ার Music]

খোকা। আরে এ কি স্বপন বুড়ো, সত্যি আমায় জলের তলে নিয়ে এলে যে!

চিতল। পুক্ পুক্ পুক্…

খোকা। ও বাবা তুমি আবার কে?

চিতল। পুক্ পুক্ পুক্! আমায় চেনো না?

খোকা। [ভয় পাইয়া] না ত! [জোরে] ও স্বপন বুড়ো তুমি কোথায় গেলে?

চিতল। আমার নাম ঢেউ-খেলানো চিতল। স্বপন বুড়ো পালিয়েছে…পুক্ পুক্ পুক্! কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ছিনে—

খোকা। [কাঁদ-কাঁদ স্বরে] কেন? আমি তোমার কি করেছি?

চিতল। কি করেছি! মনে নেই, তোমার জন্মদিনে আমার মেশোমশাইকে ধরে নিয়ে তোমরা খেয়েছিলে? আজ আমাদের রাজ্যে এসেছ? তোমাকেই আমি খাবো—

খোকা। অ্যা! বল কি। ও স্বপন বুড়ো---

চিতল। স্বপন বুড়ো কি করে দেখি—

গান

পুক্ পুক্ পুক্ পুক্
ঠুক্রে খাবো টুক্‌বো করে চোখ দুটি টুক্ টুক্।
গাল দুটিতে করবো গজা
আজ্‌কে ভোজের অনেক মজা
শ্যাওলা বড়া করবো দিয়ে কানের লতিটুক্
পুক্ পুক্ পুক্ পুক্!

খোকা। ও স্বপন বুড়ো শীগ্‌গির এসো।

চিতল। এইবার নাকটা আগে খাই—

কুমীর। ভস্ ভস্ ভস্ গঙ্…কে রে আমার শিকার নেয়?

চিতল। কুমীর খুড়ো? আমি ঢেউ-খেলানো চিতল।

কুমীর। কিন্তু ও পুঁচকে ছোঁড়াটা আমার শিকার। ওর বাবা বন্দুকের গুলিতে আমার দাদাকে মেরে ফেলেছিল—আজকে আর ছাড়ছিনে—

গান

ল্যাজের টানে উল্টে দেবো পুঁচকে পাজি ছা
আমার পথে দাঁড়াসনে কেউ, সবাই তফাৎ যা!

খোকা। ওরে বাবারে! কোথায় গেলি রে স্বপন বুড়ো?

স্বপন বুড়ো। [চাপা গলায়] চুপ্! আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো, আমি তোমায় ওপরে নিয়ে যাচ্ছি।

[উপরে উঠার শব্দ Background music]

খোকা। আঃ কি চমৎকার সূয্যির আলো! ওপরে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পিঁপ্ড়ে। কুটুস্ কুটুস্ কুট্…

খোকা। উ হু-হু গেছি গেছি গেছি…কে যেন বুড়ো আঙ্গুলে কাম্‌ড়ে দিলে!

পিঁপ্ড়ে। বুড়ো আঙ্গুলে কাম্‌ড়ে ত শুধু বউনি করে নিলাম। আজ তোমার রক্ষে নেই।

খোকা। অ্যা! তুমি আবার কে?

পিঁপ্ড়ে। আমি লালচাঁদ পিঁপ্ড়ে।

খোকা। আমি তোমার কি করেছি যে—

পিঁপ্‌ড়ে। কি করেছ? মনে নেই, আমার ছোট ভাইকে তুমি দুধের সঙ্গে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেছ?

খোকা। [ভয়ে] ও স্বপন বুড়ো?—দেখেছ? বুড়ো কোন্ ফাঁকে পালিয়েছে!

পিঁপ্‌ড়ে। ও বুড়ো থাকলেও আমি কেয়ার করি না। তোমায় আমি কি করি দেখ—

গান

ঘাড়ে আজ ধরবো
পিঠে এসে চড়বো
খুব করে লড়বো
কুট্‌স্ কুট্!
ঝুঁটি ধরে বাগিয়ে
ঘা কতক লাগিয়ে
দেব আজ ভাগিয়ে
কুট্‌স্ কুট্!

ডেঞ্জে। আরে—আরে—আরে—! তুই একাই যে সব বলে ফেল্লি—? আমি রয়েছি না?

পিঁপ্‌ড়ে। তুমি আবার কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌তে চাও? কে তুমি বট হে?

ডেঞ্জে। বটে! আমায় চিন্‌িস্ না! আমি মরণ-কামড় ডেঞ্জে! তোর বড় মামা।

খোকা। ও বাবা! আমার ডেঞ্চে! তা তোমার সঙ্গে ত' আমার ঝগড়া নেই!

ডেঞ্চে। না'নেই? ভুলে গেছ—সে বছর কালো জাম খেতে গাছে উঠেছিলে—পা দিয়ে আমার একটা ঠ্যাংই মাড়িয়ে দিলে। সেই থেকে এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলি—

খোকা। আমি—আমি—আমি দেখ্‌তে পাইনি।

ডেঞ্চে। দেখ্‌তে পাওনি! বটে! আমিও তোমার কানটা কাম্‌ড়ে নেবো চোখ বুঁজে।

খোকা। ওরে বাবারে, এদিকে ডেঞ্চে, ওদিকে পিঁপ্‌ড়ে।

ডেঞ্চে। হুঁ, মাঝখানে তোমাকে রেখে আমরা টাগ্‌-অফ-ওয়ার খেল্‌বো। ধর্‌তো ভায়ে।

পিঁপ্‌ড়ে। এই যে আমি কসে ধরেছি বড় মামা—

ডেঞ্চে ও পিঁপ্‌ড়ের গান

কান্‌ ধরে মার টান্‌
হিঁও
দেহ কর খান্‌ খান্‌
হিঁও!
যার যাবে যাক্‌ প্রাণ
হিঁও
থাক আমাদের—মান
হিঁও!

খোকা। স্বপন বুড়ো···ভুলিয়ে এখানে এনে কোথায় পালালি?

পিঁপ্‌ড়ে। স্বপন বুড়ো? সে ব্যাটা এখন দাড়িতে দোল্‌না বেঁধে দোল খাচ্ছে।

খোকা। তাহ'লে আমি কি করবো?

পিঁপ্‌ড়ে। করবে আবার কি? ধর বড় মামা···ভালো করে ওর ঠ্যাংএর দিকটা কাম্‌ড়ে ধর তো···

ডেঞ্জে। ট্যাঁ।

গান [উভয়ে একসঙ্গে]

ঠ্যাং ধরে মার টান্‌

হিঁও—

[এইবার খোকা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে]

স্বপন বুড়ো। ও খোকা, পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো—চলো তোমায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশে নিয়ে যাই···

খোকা। [ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে] না—

স্বপন বুড়ো। তবে চল তোমায় তেপান্তরের মাঠে নিয়ে যাই···

খোকা। না—না, তোমার সঙ্গে আমি কোথাও যাবো না।

স্বপন বুড়ো। আমার এই দাড়ি ধরে ঝুলে পড়না, কোন ভয় নেই···

খোকা। কিচ্ছুতে আমি তোমার সঙ্গে যাবো না—না—না—না—

ঠাকুমা। কিরে খোকা, ঘুমের ভেতর বিড়্‌ বিড়্‌ কচ্ছিস্‌ কেন? ভোর হয়েছে···ছ'টা বাজে—ওঠনা—

[পাখীর ডাকের শব্দ]

—যবনিকা—

খোকা। সত্যি বল্‌ছি দিদি, আমার কোনো অসুখ করেনি—

দিদি। কিন্তু খোকন, ডাক্তার যে তোমাকে বাইরে বেরুতে বারণ করে গেল!

খোকা। ডাক্তারবাবু কিচ্ছু বোঝে না দিদি, কেবল জানে ঘরের জান্‌লা দরজা বন্ধ করতে, আর শিশি-শিশি ওষুধ খাওয়াতে। আমায় একবারটি বাইরে ছেড়ে দাও—ও-পাড়ার হাবুলদের সঙ্গে 'কানামাছি' খেল্‌লেই আমি একেবারে ভালো হয়ে যাবো—[হঠাৎ] ও দিদি, আবার ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন যে—

[ডাক্তারের প্রবেশ]

ডাক্তার। কি সর্ব্বনাশ! খোকা ফের বিছানা থেকে উঠ্‌তে যাচ্ছিল! নাঃ, ওকে আপনারা না মেরে ফেলে ছাড়বেন না দেখছি!

দিদি। বালাই…ষাট!!…কিন্তু ডাক্তারবাবু, খোকা যে বাইরে গিয়ে খেল্‌তে চাচ্ছে!

ডাক্তার। খেল্‌তে চাচ্ছে। কি বিপদ! এই অসুখ···খেলতে! আঃ! ওই যে লেপটা একটু সরে গেছে···ভালো করে চাপা দিয়ে দিন···যেন কোনো ফাঁকে ঠাণ্ডা না ঢুকতে পারে!

খোকা। [ক্ষীণ স্বরে] কিন্তু আলো-হাওয়াতেই যে আমি ভালো থাকি ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। সর্ব্বনাশ! ছেলেটা বলে কি! ওর কথা শুনে আপনি যেন আবার ওকে বিছানা থেকে উঠ্‌তে দেবেন না! তা হলেই মুস্কিল!

খোকা। আমি যদি ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে রণুদের বাগানের পাকা টুল্‌টুলে জামরুল খেতে পারি···তবে আর আমার কোনো অসুখ থাক্‌বে না!

ডাক্তার। কি ভয়ঙ্কর!

খোকা। কিম্বা যদি পলটুদের আম-বাগানে কাঁচা-মিঠে আম খেয়ে বুড়ী-বুড়ী খেলি—

ডাক্তার। কি মুস্কিল!

খোকা। [মিনতির সুরে] নইলে ডাক্তারবাবু, আমায় একবারটি গিয়ে দক্ষিণ মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে দিন—

ডাক্তার। নাঃ! এ যে দেখ্‌ছি রীতিমত 'ডিলিরিয়াম' সুরু হ'ল!

খোকা। ও দিদি, ডাক্তারবাবু ইংরেজীতে কি বল্‌ছেন?

দিদি। না ভাই তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি দু' দিনেই ভালো হ'য়ে যাবে।

ডাক্তার। ভালো হবে যদি ঠিক ঠিক আমার কথা শোনো—আর বাইরে যেতে না চাও—

খোকা। আচ্ছা, আমি শুধু একবারটি খেলে আসি আর বাইরে যেতে চাইব না—

ডাক্তার। বটে! বটে! রামসিং—রামসিং—

রামসিং। হজৌর!

ডাক্তার। দেখো রামসিং! কাউকে এ ঘরে ঢুকতে দেবে না! আর খবরদার খোকাকেও বাইরে বেরুতে দি'ও না! এইখানে দরজার সামনে লাঠি নিয়ে বসে থাক্‌বে।

রামসিং। জি হজৌর!

ডাক্তার। দেখুন, আমি পাশের ঘরেই থাক্‌লাম। খোকাকে ঘুমুতে দিন, আপনিও আর এখানে থাক্‌বেন না। ঐ রামসিং রইল—সে খোকাকে পাহারা দেবে—

খোকা। তুমি যেও না দিদি, তা হলে আমি একা একা কি করে থাক্‌বো?

ডাক্তার। না—না—চুপ্‌টি করে ঘুমোও, কথা বল্লেই অসুখ বেড়ে যাবে—আর এই ঘুমের এক দাগ ওষুধ এক্ষুণি খেয়ে ফেল।

খোকা। নাঃ—, আমি তেতো ওষুধ খাবো না—আমি রণুদের বাগানের টুল্‌টুলে জামরুল খাবো—

ডাক্তার। শুন্‌লেন? শুন্‌লেন? রোগীর কথা শুন্‌লেন? অবস্থা এখন-তখন, বল্‌ছে জামরুল খাবো?—রামসিং—

রামসিং। হজৌর হাম ঠিক হ্যায়।

ডাক্তার। আসুন, আপনিও চলে আসুন।

[দরজা দেওয়ার শব্দ]

খোকা। হুঁ! বয়ে গেছে আমার অন্ধকার বিছানায় শুয়ে থাকতে! ওদিকে আবার রামসিং লাঠি নিয়ে বসে আছে। পেছনকার জান্‌লাটা খুলে দি। বাঃ! মাঠে ছেলেরা কেমন খেলা করছে! আমি যদি ছাড়া পেতুম, আমিও ওদের সঙ্গে খেল্‌তে পারতুম!

[হঠাৎ দরজার ওপাশে শব্দ শোনা গেল]

মিনি। মিউ! মিউ! মিউ! আমার দুধ খাবার সময় হয়েছে। খোকা এই সময়টায় রোজ আমায় দুধ খেতে দেয়! কিন্তু আজ ত' তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মিউ! মিউ! মিউ!

ভুলো। ভোক! ভোক! ভেউ! জানিস্‌নে বুঝি? সেই হাঁড়ি-মুখো ডাক্তারটা যে খোকাকে জোর করে আট্‌কে রেখে গেছে। তখন যদি আমার গলায় শিক্‌লি না থাকতো ত' এক লাফে গিয়ে আমি ওর টুঁটি কামড়ে ধরতাম।

মিনি। চল, আমরা দু'জনে এইবার ঘরে ঢুকে খোকার সাথে খেলা করিগে—মিউ—মিউ—মিউ—

ভুলো। সে কথা মন্দ না—কিন্তু দোর আগ্‌লে রয়েছে কে দেখেছিস্‌ ত'? ভেউ—ভেউ—

মিনি। মিউ—মিউ। ওরে বাবা! লাঠি হাতে রামসিং!

ভুলো। চল, এক কাজ করা যাক্‌···দু'জনে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই, তারপর রামসিংএর পেছন দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ব।

মিনি। মিউ। তাই ভালো। কিন্তু খুব আস্তে···দেখিস্, ব্যাটা যেন টের না পায়।

[পা টিপে টিপে যাওয়ার Music]

রামসিং। এই মিনি···এ···ভুলো, ইধার মৎ আও—

[লাঠি ঠোকার শব্দ]

ডাণ্ডা খাকে একদম্ মর যায়েগা···

ভুলো। ইঃ! 'মর যায়েগা' না হাতি! এই মিনি, তুই এই দিক দিয়ে পালিয়ে আয় রে—ভোক্—ভোক্—ভেউ···

মিনি। মিউ—মিউ—উ—উ—উ।

ভুলো। ভো—ভোক্—কি হ'ল রে—কি হ'ল?

মিনি। মেরেছে এক লাঠির ঘা—মিউ—মিউ—মিউ।

ভুলো। কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ—আমাকেও মেরেছে রে,—উহু—হুঁ—হুঁ—হুঁ।

মিনি। মিউ—মিউ—মিউ।

ভুলো। কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ।

খোকা। [ভেতর থেকে] আরে, রামসিং আমার ভুলো আর মিনিকে লাঠি পেটা করে মেরে ফেল্লে—

[দরজা-ধাক্কার শব্দ]

রামসিং। ইধার মৎ আইয়ে খোঁখাবাবু, ডাগ্‌দর সাব্‌কা মানা হ্যায়।

খোকা। না—না—না। আমি তোমাদের কোনো কথা শুন্‌বো না—

ডাক্তার। কি—কি—এত গোল কিসের ? কেয়া হুয়া রামসিং ?

রামসিং। হুজৌর, খোঁখাবাবু বাহার জানে মাংতা—

ডাক্তার। কি বিপদ! [হঠাৎ] কি সর্ব্বনাশ! জান্‌লাটা আবার কে খুল্‌লে ? বন্ধ কর—[বন্ধ করার শব্দ] এই যে আর একটা ওষুধ খেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়—আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলাম।

[দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ]

[দূর থেকে একটা সঙ্গীতধ্বনি ভেসে আসতে লাগ্‌ল]

খোকা। কে ? কে তুমি ? বন্ধ ঘরে কি করে ঢুক্‌লে ? গানই বা কোত্থেকে শোনা যাচ্ছে ?

দখিন হাওয়া। [খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে] আমায় চেনো না খোকা ? আমি তোমার খেলার সাথী—দখিন হাওয়া। তোমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছে বলে আমি এতক্ষণ তোমায় বাইরে খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এইবার জান্‌লার হুড়কো খুলে ঢুকে পড়েছি। এসো, এইবার আমরা মজা করে খেল্‌বো—

খোকা। তা হ'লে ত' ভারী মজা! একা একা বন্ধ ঘরে থেকে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।

দখিন হাওয়া। আমি আবার মধুর পরশ দিয়ে তোমায় ঠাণ্ডা করে রাখ্‌বো···কোনো ভয় নেই।

[গাইতে গাইতে একটি মেয়ের প্রবেশ]

খোকা। তুমি আবার কে—ছোট্ট একরত্তি মেয়ে! আমার ত' কোন বোন নেই!

সন্ধ্যাতারা।

গান

সন্ধ্যাতারা আমি সাঁঝ-গগনে !
লুকোচুরি খেলা চলে তোমারি সনে !
আমি জ্বালি ভীরু দীপ আকাশ-কোণে
তুমি চেয়ে রও ছোট—বাতায়নে !
তোমাতে-আমাতে খেলা মনে মনে !

খোকা। অ্যাঁ ! তুমি সন্ধ্যাতারা ! আমার সঙ্গে খেল্‌তে এসেছ ? আজ তা হ'লে কি মজাটাই না হ'বে ! এসো তবে সবাই মিলে নাচি—

[নাচের সঙ্গে ঘুঙুর বাজ্‌তে লাগ্‌লো।]

[হঠাৎ বাইরে]

মিনি। মিউ—মিউ—মিউ—

ভুলো। ভেউ—ভেউ—ভেউ—

খোকা। ঐ যে আমার ভুলো আর মিনি ! ওরা বাইরে কাঁদ্‌ছে !

সন্ধ্যাতারা। বেশত খোকা, ওদের ভেতরে নিয়ে এসো না—

খোকা। কি করে আন্‌বো, রামসিং লাঠি নিয়ে বসে আছে যে !

দখিন হাওয়া। সেজন্য তুমি ভেবোনা খোকা, আমি তাকে মিঠে হাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি—দেখ্‌বে মজা ? দরজা খুলি—

[দরজা খোলার শব্দ···রামসিংএর নাকের ডাক শোনা গেল]

খোকা। কি মজা! তা হলে এসো—আমার খেলার সাথীরা—এসো দখিন হাওয়া, এসো…সন্ধ্যাতারা, এসো…ভুলো…আয় মিনি…এসো মেঘের দল, এসো রজনীগন্ধা, আয় পাখীরা—আমরা আজ নাচে আর গানে সাঁঝের আসর জমিয়ে তুলি—

[সকলের নাচ ও গান]

গান

সন্ধ্যাতারা। সন্ধ্যাতারা জাগল যখন আকাশ কোণে

মেঘদল। মেঘের মায়া রামধনুকের স্বপন বোনে!

দখিন হাওয়া। রাতের ফুলের গন্ধ মধুর—
করবি চুরি—আয় না চতুর…

ফুলদল। নাম না জানা ফুল ফুটে তাই সকল বনে!

ভুলো। খোকার সাথে নাচ্‌বো সবাই গাইব সুরে—

মেঘদল। মেঘের মাদল বাজ্‌বে মোদের চিত্তপুরে।

পাখী। সাত সাগরের সে কোন্ লীলায়—
মোদের পরাণ পুলক বিলায়—

সকলে। আন্‌বো ধরায় স্বরগ-সুধা সবার মনে!

দিদি। খোকা, এত গোলমাল কিসের ঘরের ভেতর?

খোকা। [উল্লাসে] দিদি, ওরা সবাই এসেছিল আমার সঙ্গে খেল্‌তে।…দখিন হাওয়া, সন্ধ্যাতারা, রজনীগন্ধা, মেঘের দল…

দিদি। কিন্তু কৈ, কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে ত’?

খোকা। সবাই তোমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু দোহাই দিদি, ডাক্তারবাবুকে আর ডেকো না—আমি একেবারে ভালো হয়ে গেছি!

—যবনিকা—

ভীম। পিতামহ ভীষ্ম, তাহলে আজ সমস্তটা দিন এইখানে কাটাতে পারবো ?

ভীষ্ম। হ্যাঁ ভীম, তোমরা পঞ্চ পাণ্ডব আর একশ' কৌরব, এই একশ' পাঁচ ভাই মিলে প্রাণ ভরে খেলাধূলা করতে পারবে বলেই তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি—নদীতে সাঁতার কাটবে—গাছে চড়ে লাফাবে—খোলা মাঠে ছুটবে—তীর-ধনু নিয়ে শিকার করবে—এই ত' ক্ষত্রিয় বালকের কাজ। যাও—সবাই মিলে ছুটোছুটি করগে

ভীম। আয় দেখি সব, দেখি—আগে এই গাছে কে বন্দুক ছুড়তে পারে, কৌরব না পাণ্ডব—

দুর্য্যোধন। ওরে দুঃশাসন—অর্জ্জুনরা শিকার করতে ঐ দিকে চলে গেছে—আয়, আমরা সকলে গাছে উঠি।

[হুল্লোড়, গাছে ওঠা]

ভীম। বাঃ! তোরা সবাই গাছে চড়তে পারিস্ দেখ্‌ছি—আচ্ছা, এইবার আমি একটা মজা করি—

দুঃশাসন। 'ওকি—ওকি—ওকি···গাছ ধরে নড়াচ্ছিস্ কেন ভীম?

ভীম। এই ত' মজা! আমি গাছের গুঁড়ি ধরে নাড়বো—আর তোরা সবাই ফলের মতো টুপ্ টুপ্ করে মাটিতে পড়বি!—

দুর্য্যোধন। দেখেছিস্ ভাই দুঃশাসন, ভীমটার পেটে-পেটে কি দুষ্টু বুদ্ধি—

ভীম। বটে!

[গাছ নাড়ানোর শব্দ]

দুঃশাসন। ওরে—ওরে—থাক্ থাক্, আমরা পড়ে যাবো—

[ধুপ্ ধাপ্ শব্দ করে সবাই মাটিতে পড়িতে লাগিল]

গেছি গেছি···আমার কোমরটা ভেঙ্গে গেছে—

দুর্য্যোধন। উঃ! আমার বুড়ো আঙুলটা গেল মুচ্‌কে—

ভীম। [হাততালি দিয়ে] হা-হা-হা-হা-হা! এই ত' খেলার মজা···নইলে ঘরে বসে আবার খেলা কি—! চল্ সবাই নদীতে—দেখি, কে কত সাঁত্‌রাতে পারিস্!

দুর্য্যোধন। আচ্ছা চল—সাঁতারে আমার আগে আর যেতে হবে না—

ভীম। বেশ, বাজী রাখো—

দুর্য্যোধন। আচ্ছা, এসো বাজী—যে হারবে—সে ভর পেট মণ্ডা খাওয়াবে।

ভীম। এতে আমি খুব রাজী—মণ্ডার নামে এক্ষুণি জিবে জল আস্‌ছে—

দুর্য্যোধন। আচ্ছা, এসো তবে নদীতে—দেখি, কে আগে সাঁত্‌রে—ওপারে যেতে পারে।

[ছেলেদের কোলাহল—"পড় সবাই ঝাঁপিয়ে"—]

নকুল। কি সর্ব্বনাশ! দুর্য্যোধন যে আগে চলে গেল।

সহদেব। না—না—ঐ দেখ্, ভীমদা হাত দিয়ে জল কেটে—ওকে কত পেছনে ফেলে গেল—

সবাই একসঙ্গে। ভীম—ভীম—আগে নদী পেরিয়েছে।

নকুল। বাজীমাৎ, বাজীমাৎ! ঐ যে ওরা ফিরে আস্‌ছে—

সকলে। [হাততালি দিয়ে] সাধু—সাধু ভীম!

দুঃশাসন। ওরে—ওরে—গেছি—গেছি—

নকুল। কি হ'ল আবার তোর?

দুঃশাসন। ভীমটা ডুব দিয়ে আমার পা টেনে ধরেছে—ছাড়্—জল খেয়ে মরলাম—

[ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি ও জলের শব্দ]

ভীম। দুর্য্যোধন—এইবার আমার মণ্ডা?

দুর্য্যোধন। আয় দুঃশাসন—আমরা মণ্ডা নিয়ে আসি।

দুঃশাসন। দাদা, ভীম কিন্তু তোমাকে আজ আচ্ছা জব্দ করেছে—আমাকেও—

দুর্য্যোধন। শোন দুঃশাসন, ওকে জব্দ করতে হবে—

দুঃশাসন। কিন্তু কি করবো আমরা? ভীমটার গায়ে যেন অসুরের মতো শক্তি। একশ'টা ভাই মিলেও আমরা ওর কিছু করতে পারিনে। আমাদের এক একটাকে ধরে জলে চুবন দ্যায়—চুল ধরে—মাথা ঠোকাঠুকি করে—রাগে আমার নিজের গা কাম্‌ড়াতে ইচ্ছে হয়।

দুর্য্যোধন। শোন দুঃশাসন—বাজী জিতে ও মণ্ডা খেতে চাইলে না?

দুঃশাসন। তার জন্যে আর ভাব্‌না কি? ঠাকুর্দ্দা হাঁড়ি-হাঁড়ি মণ্ডা সঙ্গে করে এনেছে—তুমি চাইলেই পাবে।

দুর্য্যোধন। মণ্ডার জন্যে ভাব্‌ছিনে। ঐ মণ্ডার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে।

দুঃশাসন। বিষ?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ, বিষ! খেয়েই বাছাধন একেবারে অক্কা। শোন, আমি মণ্ডার হাঁড়ি নিয়ে ঐ ঝোপের আড়ালে দাঁড়াচ্ছি—তুই ভীমকে চট্ করে ডেকে নিয়ে আয়—

দুঃশাসন। বুঝ্‌তে পেরেছি—

দুঃশাসন। এই যে ভীম—দাদা—দাদা, এই যে ভীম এসেছে—তুমি মণ্ডা বের কর—

দুর্য্যোধন। ভীম ভাই এসেছ? এই যে আমি তোমার জন্যেই মণ্ডা নিয়ে বসে আছি।

ভীম। শীগ্‌গির দাও—সাঁতার কেটে আমায় বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

দুর্য্যোধন। এই নাও ভাই, সবগুলো কিন্তু খেতে হবে।

ভীম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভীমসেনকে সে কথা বলে দিতে হবে না। কিন্তু আমার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে কেন? ওরে, আমায় তোরা ধর্—ধরে শুইয়ে দে—

দুর্য্যোধন। ব্যাস্, আর দেখ্‌তে হবে না—দুঃশাসন, শীগ্‌গির ঝোপ থেকে খানিকটা লতা নিয়ে আয়—

দুঃশাসন। লতা? লতায় কি হবে দাদা?

দুর্য্যোধন। ওটাকে ভালো করে বেঁধে, দেবো নদীতে ফেলে—

দুঃশাসন। ঠিক বলেছ দাদা…শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নেই…এই নাও দাদা লতা—কসে বাঁধো—

দুর্য্যোধন। ঠিক হয়েছে। ধরতো ওকে চ্যাংদোলা করে—হ্যাঁ, এইবার নদীর জলে একেবারে ঝপাং—

[জলে পড়ার শব্দ হল]

দ্বিতীয় খণ্ড

[বাসুকীর পাতালপুরী। সাপেরা সবাই মিলে উৎসব কচ্ছে]

সাপেদের গান

ইস্—ইস্—ইস্!
পাতাল-পুরীর প্রজা, মোদের হিম দেহ নিস্‌পিস্!
হোক না মোদের রঙ্ কালো—
মণি দিয়েই জ্বাল আলো!
বাগ্‌লে পরে কামড়ে দিয়ে ঢালবো শুধুই বিষ
ইস্—ইস্—ইস্!

১ম। ওরে, চুপ্ চুপ্ চুপ্, গান থামা···

[সব গান থেমে গেল]

২য়। কেন, তোর আবার কি হ'ল ?

৩য়। দেখ্‌ছিস্ নে ?

২য়। কোন্ দিকে দেখব, দিক ত' দশটা ?

৩য়। ওপরে তাকা···ওপরে তাকা—

২য়। ওরে, তাই ত' রে—ওপর থেকে কি একটা ভেসে আসছে পাতাল-পুরীতে—

[ভীমের ভেসে আসার জলের শব্দ]

১ম। দেখছিস্ চারটে ল্যাজ—

৩য়। দূর বোকা, ও ল্যাজ নয়। আমি একবার মা বাসুকীর সঙ্গে মর্ত্ত্যে গিয়েছিলাম—সেখানে মানুষ বলে এক রকম জানোয়ার থাকে। তাদের দুটো হাত, দুটো পা। এটা সেই রকম একটা কিছু হবে।

২য়। কিন্তু মানুষ নাকি আবার হাতীর মতো হয়? দেখছিস্ না জানোয়ারটার চেহারা—

৩য়। নিশ্চয়ই আমাদের কোন একটা অমঙ্গল হবে, নইলে এমন দিনে এই অযাত্রাটা কোত্থেকে ভেসে এলো?

২য়। আয়, সবাই মিলে ওকে বিষ-দাঁতে ছুবলে দি···দেখি ওটা কি করে···

সাপেদের গান

৩য়—বিষ দাঁতে বিষ জড় করে কামড়ে দে—
২য়—মার চটাপট্ ল্যাজের চাপড়
৩য়—ল্যাজ জড়িয়ে করনা হাপর
২য়—মারতে এলি আমর-আমর কামড়ে দে
৩য়—মার না ছোবল সবাই মিলে
২য়—থাম্‌লে যে?—কামড়ে দে—কামড়ে দে !!

[বিষের মণ্ডা খেয়ে ভীম অজ্ঞান হয়ে পাতাল-পুরীতে ভেসে এসেছিল—এই সব সাপেদের কামড়ে—বিষে বিষে হ'ল অমৃত—তার জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে এলো]

ভীম। অ্যাঁ! এ আমি কোথায় এলাম; হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দুষ্টু দুর্য্যোধন আমায় বিষের নাড়ু খেতে দিয়েছিল—তারপর দিয়েছিল জলে ফেলে। একি, আমায় কামড়াচ্ছে কে?

সাপের দল। বিষ দাঁতে বিষ জড় করে কামড়ে দে—

ভীম। দাঁড়া বেটা শয়তানের দল, আগে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেলি। হ্যাঁ, এইবার তোদের আর রক্ষা নেই!

১ম। ইস্…ইস্…ইস্…এক টানে আমার ল্যাজটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে…উঃ!

২য়। ওরে গেলুম—গেলুম—লাথির চোটে—আমায় একেবারে চ্যাপ্টা করে দিলে যে—

৩য়। কি সর্ব্বনাশ! সাপেদের মাথা কীল-ঘুষিতে সব গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যে—পালা—পালা—

[বিষম কোলাহল—কীল-ঘুষির শব্দ—সাপেদের আর্ত্তনাদ]

১ম। বাসুকী রাণী—বাসুকী রাণী—আমাদের বাঁচাও—

বাসুকী। কেন রে—তোরা এত হাঁফাচ্ছিস্ কেন?

২য়। কোথেকে এক যমের মতো জানোয়ার এসেছে, সাপের রাজ্য ধ্বংস করে দিলে।

১ম। কারো ল্যাজ নিয়েছে কেটে—

৩য়। মাথা দিয়েছে গুঁড়িয়ে—

২য়। মাটীতে মেরেছে আছাড়—

সকলে। তুমি আমাদের বাঁচাও রাণীমা—

বাসুকী। তোরা বলিস্ কি রে?—যা, তাকে বেঁধে নিয়ে আয়… আচ্ছা, চল, আমিই যাচ্ছি [পদক্ষেপের শব্দ] একি…এ যে ভীম—পাণ্ডুর ছেলে।

ভীম। হ্যাঁ, আমি পাণ্ডুর ছেলে—তুমি কে?

বাসুকী। ওরে পাগ্‌লা ছেলে…আমি রাণী বাসুকী…তুই যে আমার নাতির নাতি—

ভীম। দাঁড়াও না, আগে তোমার পায়ের ধুলো নি···কিন্তু মা, তোমার সাপেরা···আমাকে কাম্‌ড়েছে···

বাসুকী। বটে! কিন্তু তুই এখানে এলি কি করে?

ভীম। দুষ্টু দুর্য্যোধন আমাকে বিষের লাড়ু খাইয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল—

বাসুকী। তাহ'লে ত' সাপের কামড়ে বিষে-বিষে অমৃত হয়েছে। তাই ত' তুই বেঁচে উঠেছিস্···আয় আমার সঙ্গে···

ভীম। কোথায় মা? সাপ দিয়ে বেঁধে রাখবে না ত'?

বাসুকী। না রে পাগ্‌লা, না। আজ আমার জন্মদিন, তোকে আমি নিজের হাতে পায়েস রেঁধে খাওয়াব। তোর গায়ে হবে তখন হাজার হাতীর বল—

ভীম। সত্যি মা,—সত্যি? এবার তাহ'লে দুর্য্যোধন মজা টের পাবে। তবে চল মা···বল্লে বিশ্বাস করবে না···পায়েস খেতে আমি বড্ড ভালবাসি—

—যবনিকা—

[ঢং ঢং ক'রে স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়তে ছেলের দল তুমুল হল্লা ক'রে পথে বেরিয়ে আস্তে আস্তে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মোহন আর রতন একসঙ্গে ছায়ায় ঢাকা গাঁয়ের পথ দিয়ে গল্প করতে করতে রওনা হ'ল।]

রতন। ভগবান্ মানুষকে এত বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা জান্‌বার সুবিধে ক'রে দেননি কেন, বুঝ্‌তে পারিনে ভাই।

মোহন। ভবিষ্যতের কথা আগে থেকে জেনে বিশেষ কি লাভ হ'ত শুনি?

রতন। এই ধরনা কেন, সাম্‌নে এগ্‌জামিন আস্‌ছে……যদি আগে থেকেই প্রশ্নের কথাগুলো জান্‌তে পারতাম, তবে কি মজাই না হ'ত।

মোহন। আমার কিন্তু ভবিষ্যতের কথা জান্‌তে আদপেই ইচ্ছে হয় না।

রতন। কেন শুনি? ও! তুই ভালো ছেলে, তাই গুমোর হচ্ছে?

মোহন। মোটেই না। বরঞ্চ আমার মনে হয়, আগে থেকে একটা বিপদের কথা জানা থাক্‌লে কিংবা দুঃখ-কষ্টের কথা শুন্‌তে পেলে মানুষ কাজ করতে পারবে না……সারাদিন কেবল ঐ দুশ্চিন্তা নিয়েই কাটাবে—সে হবে বেঁচে থেকে মরার মতো।

রতন। দূর পাগ্‌লা! তুই কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছিস্‌নে—বিপদের কথা জানা থাকলে ত' লোকে সাবধান হ'য়ে যাবে—বিপদ আদৌ ঘট্‌বে না।

[হঠাৎ এক বৃদ্ধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল]

বৃদ্ধ। খোকা, তুমি ভবিষ্যতের কথা আগে থেকেই জানতে চাও?

রতন। কেন চাইবো না? নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু আপনি কি জ্যোতিষী?

বৃদ্ধ। না বাবা, আমি জ্যোতিষী নই; তবে একথা তুমি জেনে

রেখো যে, সত্যিকারের ভবিষ্যতের কথা জ্যোতিষীরাও বল্‌তে পারে না।

রতন। তবে আপনি কি ক'রে আমায় ভবিষ্যতের কথা জানাবেন ?

বৃদ্ধ। তোমার আগ্রহ দেখে তোমার কাছে এলুম। আমি তোমায় এমন ক্ষমতা দিতে পারি, যাতে তুমি ভবিষ্যতের কথা জানতে পারবে।

রতন। [প্রবল আগ্রহে] দিন না দয়া ক'রে ব্যবস্থাটা ক'রে !—ও আমি একদিনেই সমস্ত ব্যাপার জেনে নিতে পারবো !

বৃদ্ধ। কিন্তু সে জানা তোমার সুখের হবে না—

রতন। তার জন্যে আপনি মাথা ঘামাবেন না—সব আমি ঠিক ক'রে নেবো।

বৃদ্ধ। আচ্ছা বেশ,……এখন থেকে তুমি তোমার ভবিষ্যতের কথা জান্‌তে পারবে।

[প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে দুরে একটা হাসি শোনা গেল]

রতন। লোকটা পাগল নাকি ?

মোহন। কি জানি, আমিও ত' কিছু বুঝতে পারলাম না।

রতন। যাক্ গে— ; ওই যে চমৎকার একটি বটগাছ। চল, ওর তলায় গিয়ে আমরা দু'টিতে বসি।

মোহন। চল।

[দুইজনে গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে পড়্‌ল]

রতন। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে,—ইচ্ছে হচ্ছে বই-খাতা-পত্তরগুলো ফেলে রেখে এইখানে এক ঘুম দিই—

মোহন। ছুরি এনেছিস ?

রতন। কেন রে ?

মোহন। চমৎকার আম ঝুল্‌ছে গাছে……আয়, পেড়ে নিয়ে খাওয়া যাক্‌…

[দু'জনে আম কেটে খেতে লাগলো]

[গাছের ওপর দু'টি পাখী ব'সে আপন মনে কথা বল্‌ছিল আর শিস দিচ্ছিল]

রতন। আরে ! মজা দেখেছিস ! ওরা কি বল্‌ছে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি !

মোহন। কৈ ! আমি ত' কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে !

রতন। চুপ ! আগে শুনে নিই ওরা কি বলে !

টিয়া। তুই ঠিক বল্‌ছিস, ঐ ছেলে দুটো তাদের পরীক্ষার কিচ্ছু জানে না।

চন্দনা। কিছু জানে না ভাই—কিচ্ছু জানে না। আর জানিস্‌ ভাই, ঐ রতন ছেলেটা পরীক্ষায় ফেল্‌ করবে—কিন্তু মোহনটি করবে পাশ।

রতন। [হঠাৎ রেগে] বটে ! আমি করবো ফেল্‌ ! উনি ভারী ভালো ছেলে হয়েছেন—একেবারে পাশ ! হুঁ !

মোহন। [কিছু বুঝতে না পেরে] আরে! কি তুই পাগলের মতো আবোল-তাবোল বক্‌ছিস্ বল্‌ত! ফেল্-পাশের কি কথা পাখীরা বল্লে, শুনি?

রতন। যা…যা…তুই ভালো ছেলে! তোর সঙ্গে আমি কথা বল্‌তে চাইনে!

মোহন। কি ছেলেমানুষী কচ্ছিস্ রতন! চল, ঐ পুকুরের ধারে গিয়ে বসি। মেলা মাছ আছে ঐ পুকুরে—

[রতন ভালো ক'রে তার কথার জবাব দিলে না]

মোহন। চল্—চল্, আমার পকেটে হাত-সুতো আছে—দিব্যি মাছ ধরা যাবে'খন—

[এক রকম জোর ক'রেই তাকে টেনে নিয়ে গেল]

রতন। [হাত-সুতো দেখে খুশী হয়ে] দে দে…আমার হাতে দে…ঐখানটায় ফেল্লে নিশ্চয়ই মাছ উঠবে।

[পুকুরের দু'টি মাছ পাড়ের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; তাদের একজন আর একজনকে বল্লে]

কাত্‌লা। দেখ্ ভাই রুই, ঐ ছোক্‌রার হুমকিটা একবার দেখ্! মাছ ধরবে!

রুই। হি—হি—হি! ঐ পুঁচ্‌কে ছোঁড়া আমাদের ধরবে! কিন্তু ব্যাপার জানিস্?

কাত্‌লা। কি রে, কি?

রুই। তবে বলি শোন্! ঐ রতন ছোক্‌রা বড় হয়ে একদিন অপরাধের দায়ে ধরা পড়বে—আর মোহন থাক্‌বে তখন জেলার জজ। —তারই কাছে হবে ওর বিচার—

রতন। [হঠাৎ চ'টে উঠে] বটে! উনি আমার বিচার করবেন! হেঁ। ভারী বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত এসেছেন আর কি! এইবার—কেমন?—করবে আর বিচার?

[গালে এক চাপড় বসিয়ে দিলে]

মোহন। আরে গেল যা! তুই শুধু-শুধু আমায় মারলি কেন রে? আয় না, দেখি একবার,—

[হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিলে]

রতন। বটে! দেখেছিস্ আমার হাতের মাসেল্! আয় না, তোর গায়ে কত জোর দেখি—

[দুইজনে ঝগড়া করতে করতে পুকুরের জলে প'ড়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল]

রতন। আচ্ছা, আজ ছেড়ে দিলাম···আর একদিন দেখে নেবো কি ক'রে তুই আমার বিচার করিস্···

মোহন। তোকেও আমি সহজে ছাড়বো না—একথা জেনে রাখিস্—

[দু'জনে দু'দিকে চ'লে গেল]

রতন। [আপন মনে] কাদামাখা কাপড় আমাদের খিড়কীর পুকুরে ধুয়ে নিয়ে যাই, নইলে মা দেখে ধ'রে মার দেবে—

[আস্তে আস্তে সান-বাধানো ঘাট ধ'রে নেমে সে জলের কিনারায় পৌছল, তারপর কাদাগুলো ধুয়ে ফেলতে লাগ্‌ল। তার কাণ্ড দেখে পুকুরের জল খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল, বল্লে]

পুকুরের জল। হুঁ! হুঁ! আমার গায়ে কাদা ধুচ্ছ বটে, কিন্তু আমার এই জলেই একদিন তোমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে—

রতন। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে? আমায়?—কে, শুনি?—

পুকুরের জল। কে আবার! তোমার বড় বোন ছন্দা।

রতন। কেন? আমায় ফেলে দেবে কেন?

পুকুরের জল। দু'জনে আসবে স্নান করতে। কি নিয়ে তোমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হবে, আর অম্‌নি ছন্দা রাগ ক'রে ধাক্কা দিয়ে তোমায় গভীর জলে ফেলে দেবে। সেখান থেকে তোমার প্রাণ-বাঁচানো খুব শক্ত হবে।

রতন। বটে! তা-হ'লে সবাই আমার পেছনে লাগ্‌বে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আচ্ছা, বাড়ী গিয়ে আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়ার মজাটা টের পাওয়াবো'খন।

[বাড়ীর দিকে দ্রুত প্রস্থান]

[ভিজে কাপড়ে রতনকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে ছন্দা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো]

ছন্দা। দেখ মা, রত্‌না কার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাদা-মাখা ভিজে কাপড়ে বাড়ীতে ঢুক্‌লো—

রতন। বটে! আবার নালিশ জানানো হচ্ছে! আচ্ছা, আগে তোমায় একটু শিক্ষা দিয়ে নি—তারপর ভিজে কাপড় ছাড়বো—

[ছন্দার আঙুল কামড়িয়ে ধরল]

ছন্দা। উঁহুঁ…হুঁ-হুঁ-হুঁ! ওমা! গেছি! গেছি! উঃ, ম'রে গেলাম!

মা। ওকি রে ছন্দা, অমন ক'রে চ্যাচাচ্ছিস্ কেন?

ছন্দা। মাগো শীগ্‌গির এসো, আমার আঙুলটা এমন ক'রে কামড়ে দিয়েছে…গেলুম…গেলুম…

মা। এ যে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! একি খুনোখুনি ব্যাপার!—রতন!

রতন। হুঁ! আমাকে পুকুরে ঠেলে ফেলে দেয়ার মজা এইবার টের পাও—

মা। পুকুরে ঠেলে ফেলা! কে তোকে পুকুরে ফেল্লে শুনি?

রতন। কেন? ঐ দিদিটা? ঐ ত' আমায় একদিন ফেলে দেবে।

মা। ও! ফেলে দেবে! এখনো দেয়নি?—তাই তুই এমন ক'রে ওর আঙুলটা কামড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিলি?

রতন। কিন্তু মা, আমি যে জানি—

মা। বটে! জানি! ভারি উনি দৈবজ্ঞ হয়ে উঠেছেন! আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন!

ছন্দা। হ্যাঁ, খুব ক'রে ওকে শাসন ক'রে দাও মা! নইলে

দিন-দিন ও এমন গুণ্ডা হয়ে উঠ্‌ছে যে, একদিন আমায় খুনই ক'রে ফেল্‌বে—

রতন। এই আমি এক ছুটে বাড়ীর বাইরে চ'লে যাচ্ছি—

[পলায়ন]

[বাড়ীর সদর ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ ওপরে কার কথা শুনে থম্‌কে দাঁড়াল। ফটক কথা বল্‌ছে]

ফটক। এখন আমার তলা দিয়ে পালাচ্ছ বটে···কিন্তু আমিও একদিন সুবিধে পাবো—

রতন। সুবিধে পাবে? তার মানে?

ফটক। তার মানে হচ্ছে এই যে, তোমার দাদার বিয়ের দিন চক্‌চকে পোষাক পরে—বরযাত্র সেজে যখন তুমি আমার নীচে দিয়ে রওনা হবে, আমি অম্‌নি হুড়্ মুড়্ ক'রে তোমার ডান হাতের ওপর ভেঙে পড়ব।

রতন। [ভয়ে ভয়ে] কি সর্ব্বনাশ! ভেঙে পড়বে? তারপর?—

ফটক। তারপর আর কি? তোমার ডানহাতটা একেবারে ভেঙে যাবে—ওঃ! কি মজা!

রতন। তুমি ত' বেশ! আমার হাত ভাঙ্‌বে, আর তুমি বলছ কি মজা!

ফটক। বল্‌ব না ত' কি! সবাই আমার তলা দিয়ে চ'লে যায়, আমি কিচ্ছু করতে পারিনে। কেবলি ইচ্ছে হয়—যারা যায়, তাদের

টুঁটি টিপে ধরি। ঐ একটি দিন মাত্র আমি সুযোগ পাবো। হেঁ-হেঁ-হেঁ···সেদিনটি হচ্ছে তোমার দাদার বিয়ের দিন। আমি এখন থেকেই তার দিন গুণ্‌ছি—

রতন। [ভয়ে ভয়ে] 'ওরে বাবা! এ ত' দিদি নয় যে আঙুল কাম্‌ড়ে ধরবো! এ যে একেবারে জ্যান্ত যম! এর হাত থেকে তবে কি ক'রে রেহাই পাই? [কি ভেবে] ঠিক হয়েছে! দাদুকে গিয়ে ধরবো—-

[ছুটলো]

দাদু—-দাদু,—-শোনো—

দাদু। কি রে ভাই—রতন? বাড়ীতে ডাকাত পড়লো নাকি? এমন চ্যাঁচাচ্ছিস্ কেন?

রতন। শোনো দাদু, তুমি দাদার বিয়ের ব্যবস্থা কোরো না, আমি নিত্‌বর হ'তে চাইনে—-

দাদু। সে কি রে? এই ত' সেদিন তুই······নিত্‌বরের জন্য কি কি জামা-জুতো কিন্‌তে হবে, তার একটা লম্বা লিষ্টি দিলি! আজ আবার বলছিস্ নিত্‌বর হ'তে চাইনে—তার মানে?

রতন। মানে আর কি! নিত্‌বর হয়ে রওয়ানা হ'লেই আমাদের সদর দরজার ফটকটা আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়বে···আর আমার ডান হাতটা যাবে ভেঙে!

দাদু। স্কুলে আজ বুঝি খুব মার খেয়েছিস্, তাই আবোল তাবোল বক্‌ছিস্?

রতন। তোমার যা খুশী বলো, কিন্তু দাদার বিয়েতে নিত্‌বর সেজে কিছুতেই আমি যাচ্ছি নে—

[রাগ ক'রে চ'লে গেল]

[গভীর রাতে রতনের ঘুম ভেঙে গেল। ওদের শোবার টিনের ঘরের ওপর প্রকাণ্ড একটা আমগাছ। রতন স্পষ্ট শুনতে পেলে, আমগাছ তার একটা আমের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বল্‌ছে]

আম। ও মা! আমি ত' এখন পেকে টুল্-টুলে হয়েছি, এইবার মাটিতে লাফিয়ে পড়ব?

আমগাছ। না রে, এখন নয়। ভোর হোক্…তারপর যেই খোকা…আম কুড়ুতে গাছের তলায় আসবে, অমনি তুই তার সাম্‌নে লাফিয়ে পড়বি।

আম। হ্যাঁ! অম্‌নি আমায় টুক্ করে খেয়ে ফেলুক আর কি!

আমগাছ। খেতে গিয়ে দেখুক না মজা!

আম। কি মজা দেখ্‌বে?

আমগাছ। তোর ভেতরে আছে পোকা। যেই খোকা খেতে যাবে—অম্‌নি পোকাটা সুড়ুৎ ক'রে গলা দিয়ে একেবারে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবে। বাছাধনকে ভুগ্‌তে হবে ছ'টি মাস—

আম। কি মজা! তা-হ'লে এখন আমি কিছুতেই বোটা ছেড়ে নড়ছিনে! হোক আগে ভোর! রোজ রোজ আমার ভাইদের খাওয়ার মজা টের পাইয়ে দেবো।

রতন। [হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে'] না—না—না—

চাই না ; আমি ভবিষ্যতের কথা জান্‌তে চাই না—চাই না। আমায় পাগল ক'রে দেবে সবাই মিলে।

মা। এ কি রতন! ঘুমের ঘোরে চীৎকার কচ্ছিস্ কেন? কি হ'ল তোর?

রতন। না মা! ঘুমের ঘোর নয়! আমি ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইলাম। কোত্থেকে এক বুড়ো এসে বল্লে, 'হ্যাঁ·তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে···এখন থেকে ভবিষ্যতের কথা জান্‌তে পারবে।'

মা। তারপর?

রতন। তারপর সত্যি-সত্যিই সব জান্‌তে লাগ্‌লাম—আর আমার অবস্থাটা কি হ'ল জান?

মা। কি হ'ল রে?

রতন। বন্ধুর সঙ্গে হ'ল মারামারি, দিদিটার আঙুল দিলাম কাম্‌ড়ে, দাদার বিয়েতে আমার আর নিত্‌বর হওয়া চল্‌বে না—চেষ্টা ক'রে আর পরীক্ষার পড়া পড়তে পারবো না, হয়ত ছ'মাস ধ'রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল ভুগ্‌বো—

মা। তুই এসব কি বল্‌ছিস্ রে? আমি ত' কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—

রতন। তুমি পারবে না মা—

[বৃদ্ধ—জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে]

বৃদ্ধ। কিন্তু আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি—রতন! ভবিষ্যতের কথা আরো তুমি জান্‌তে চাও?

রতন। না—না, চাইনে—চাইনে। ও বুড়ো, তুমি আমায় বাঁচাও···যা' জেনেছি সব আমায় ভুলিয়ে দাও···নইলে আমি ম'রে যাবো···আর আমি ভাবতে পারিনে···

বৃদ্ধ। বেশ। কাল সকালে উঠে কিচ্ছু আর তোমার মনে থাক্‌বে না···তুমি এইবার ঘুমিয়ে পড়—

[খোকা বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। দুঃস্বপ্ন দেখেছে মনে ক'রে মা তা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।]

—যবনিকা—

= গল্প ও রূপকথা =

মৃগপরী (বন্দে আলি মিয়া) ·৭৫
মেঘকুমারী (ঐ) ·৭৫
রূপকথা (অখিল নিয়োগী) ১·০০
রঙ্গিন কাচ (বুদ্ধদেব বসু) ·৭৫
গোরাচাঁদ (সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী) ১·০০
তুক্‌তাক্ (নলিনী দাশগুপ্ত) ·৮০
জঙ্গলে (প্রভাংশু গুপ্ত) ১·০০
পাততাড়ি (ননীগোপাল) ·৭৫
মন ছোটে মোর তেপান্তরে (সুনির্ম্মল বসু) ১·২৫
আকাশ-প্রদীপ (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) ·৮০
পূজার মেলা (যামিনীকান্ত সোম) ১·২৫
শোনো মন দিয়ে (মোহনলাল গঙ্গোঃ) ১·০০
ছুটির গল্প (ললিতকুমার ঘোষ) ১·২৫
লবকুশ (সুবোধচন্দ্র মজুমদার) ১·০০

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত—পাক্কীবুড়ো ·৭৫

= স্ত্রীভূমিকা-বর্জ্জিত শিশু নাটক =

বুড়িবালামের তীরে (সুধীন্দ্র রাহা) ১·২৫
নেতাজী জিন্দাবাদ (ঐ) ·৭৫
কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখোঃ) ·৮০
বন্দীবীর (সুনির্ম্মল বসু) ·৮০
গুরুদক্ষিণা (প্রভাসচন্দ্র ঘোষ) ·৮০
মহারাজ নন্দকুমার (সুধীন্দ্র রাহা) ১·২৫
সিপাহী-বিদ্রোহ (বঙ্কিম ঘোষ) ১·২৫
জাগোরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য) ·৭৫
যুগাবতার রামকৃষ্ণ (ঐ) ·৭৫
বাংলার বিবেক (ঐ) ·৭৫
বিশ বছর আগে (ঐ) ·৭৫

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বাধীনতা জাগলো ·৭০ কুশধ্বজ ·৭০ বিদ্রোহী ·৮০

উৎসব (গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়) ·৭৫
মুক্তিপথে (ঐ) ·৮০
জ্যান্ত ভগবান ·৭০
বীর মোহনলাল সুধীন্দ্র রাহা) ·৮০
বীর শিবাজী (ঐ) ·৮০
রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা ·৮০

কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

চন্দ্রগুপ্ত ·৭৫ কর্ণার্জ্জুন ·৭৫ বিজয়সিংহ ·৭৫

বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

সিরাজের স্বপ্ন ·৮০ প্রতাপসিংহ ·৭৫

= পুরুষভূমিকা-বর্জ্জিত =

মেয়েদের নাটক

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ঝান্সীর রাণী ·৮০ মাটির ঘর ·৭৫

অখিল নিয়োগী প্রণীত

রাণী—·৮০ শিশুনাটিকা—·৭৫ (ছেলেমেয়েদের জন্য)